আনোয়ার সাদাত শিমুল

ছাদের কার্নিশে কাক

ভূমিকা

সামহয়্যারইনব্লগে আমার পোস্টের হাফ সেঞ্চুরী হওয়ার পর ভাবলাম সিরিজ কিছু লিখি। ইন্টারনেট অ্যাফেয়ার নিয়ে লেখার প্ল্যান ছিল অনেকদিন। সে ভাবনায় শুরু করলাম - 'ছাদের কার্ণিশে কাক'। ইচ্ছে ছিল - সহজাত শম্বুক গতিতে ঠুকঠাক করে এগুবো। কিন্তু 'ব্লগবাসী সঙ্গীসাথী'-দের উৎসাহ প্রেরণা, এমন কী অনেক ক্ষেত্রে চাপের কারণে নিয়মিত লিখতে হয়েছে। লেখা শুরু করার সময় আমার মাথায় কোন সমাপনী প্লট ছিলো না। তবুও সিরিজটি মূলত: আগ্রহী পাঠকের সার্পোর্ট পেয়ে এগিয়ে গেছে। শেষও হয়েছে। হয়তো গল্প হয়নি, উপন্যাসও হয়নি। সাহিত্যমূল্য কিংবা শিল্পমানের থার্মোমিটারে কী হলো না হলো তাও জানি না। বড় কথা - আমার সহব্লগাররা 'ছাদের কার্ণিশে কাক' পড়েছেন কিংবা পড়বেন; ওটাই আমার প্রাপ্তি।

উৎর্সগ করার প্রসংগ আসলে আমি প্রথমেই তা আমার প্রিয় সহব্লগারদের জন্যই তুলে রাখবো।

সুহৃদ ব্লগার মি ফরিদ, বইমেলাডটকমের র্কণধার, প্রচন্ড আগ্রহ নিয়ে সিরিজটি নিয়মিত পড়েছেন। তাঁর সাইটে ই-বুক হিসেবে 'ছাদের কার্ণিশে কাক' প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশও করেছেন, এজন্য তাঁকে সবিশেষ কৃতজ্ঞতা।

সবার জন্য শুভকামনা!

আনোয়ার সাদাত শিমুল
২৮ মে, ২০০৭
পাতায়া, থাইল্যান্ড।
ই-মেল: shimulas@gmail.com

১.

মাঝে মাঝে মনে হয় - জীবন যেন অনেকগুলো পাসওয়ার্ডে আঁটকে আছে। ইয়াহুর দু'টা, হটমেইলের একটা, জি-মেইলের একটা, ইন্টারনেট লগ ইনের একটা; এরকম অনেকগুলো পাসওয়ার্ড। সিক্যুরিটির জন্য সব আলাদা আলাদা। অনেকদিন পর ইয়াহু চ্যাটে ঢুকতে গিয়ে পাসওয়ার্ড এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। শেষে মিললো - 'আকাশনীলা'। সরণের পাসওয়ার্ডগুলো এরকম। সব বাংলায়, কেউ অনুমান করতে পারবে না। এই যেমন 'আকাশনীলা' লিখতে গিয়ে শেষে এ দিতে হবে দু'টা!

ইয়াহু চ্যাটের বাংলাদেশ রুমগুলো জমজমাট। খালি নেই। সতের নম্বর রুমে ঢুকে সরণ অবাক হয়ে যায়। রনি ফোরটুয়েন্টি নামে একজন অনবরত গালি দিয়ে যাচ্ছে, নি:শ্বাসও ফেলছে না। রনি ফোরটুয়েন্টির স্ল্যাং স্টক দেখে সরণের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠে। কিছুক্ষণ পর মাইক পাল্টায়। এবার মাইক নেয় বল্টু১২৩। তার টার্গেট রনি ফোরটুয়েন্টি এবং তার পরিবারের সদস্যরা। বল্টু১২৩ এর পূর্বপুরুষ নি:সন্দেহে বাসে করে মলম বেচতো, বল্টু১২৩ একটানা গালি দিচ্ছে, ব্যাকগ্রাউন্ডে মিউজিকও ছেড়েছে। সরণের অস্বস্তি লাগে।

৩৫ নম্বর রুমে ভিজিটর কম, ১৮ জন। ওখানে ঢুকে দেখে একজন অডিও গান ছেড়ে রেখেছে - "রাতের তারার মতো একদিন নীরবে অন্ধকারে যাবো ঝরে/আমার সকল গান তবুও তোমাকে লক্ষ্য করে"। সানী জুবায়েরের গান। সরণ চোখ বুঁজে শুনে। এ গান নিয়ে মজার একটি স্মৃতি আছে। একদিন রিক্সা করে মহাখালী থেকে কাকলী মোড়ে এসে নামলো সে। সীলের পাশে রিক্সা থামলো। খাঁ খাঁ দুপুর, রাস্তা কেমন যেন খালি। হঠাৎ মনে হলো অনেক দূর থেকে অদ্ভুত এক গান ভেসে আসছে। ডানে একটু এগিয়ে অনুমান করে আবুল উলিয়া মিউজিক কালেকশনস থেকে আসছে এ গান। দোকানে গিয়ে জানতে পারে - শিল্পীর নাম সানী জুবায়ের, এলবাম - নির্জন স্বাক্ষর। সিডি কিনে, বাসায় ফিরে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বাকী গানগুলো শুনেছে সে।

চ্যাটরুমে সানি জুবায়েরের গান শেষ হলে, কেউ একজন হিন্দি গান শুরু করে। 'ম্যায় হু কন? ম্যায় হু কন? ম্যায় হু ডন ডন ডন'।

বিরক্তি লাগে।

জুলিস নামে একজনকে অনলাইনে দেখা যাচ্ছে। বয়স ১৮, ফিমেল, লোকেশন লাস ভেগাস।

নক করতেই অটোমেটিক মেসেজ আসা শুরু হলো, লিংক দেখো, ওয়েব ক্যাম - - -। সরণ ইগনোর করে।

গোলাপকাঁটা নামের একজন কে দেখা যাচ্ছে। সরণ নক করে।

সরণ: হাই! এ এস এল প্লিজ!

গোলাপকাঁটা: য়্যু ফার্স্ট।

সরণ: ২৫,এম, ঢাকা

গোলাপকাঁটা: সেম হিয়ার, গেট লস্ট

সরণ: হোয়াট'স আপ?

গোলাপকাঁটা: আয়্যাম নট গে!

সরণ ভ্যাবাচ্যাকা খায়।

৪৩ নম্বর রূমে মাত্র একজন। সরণ ওখানে যায়।

বেলা।

সরণ নক করে - : এটা কী টু ফোর ফোর ওয়ান ওয়ান থ্রি নাইন?

মিনিট খানেক পার হয়ে যায়, আওয়াজ নেই।

সরণ 'বাজ' দেয়।

বেলা: কী সমস্যা?

সরণ: এটা কী টু ফোর ফোর ওয়ান ওয়ান থ্রি নাইন?

বেলা: জ্বী না, এটা বেলা বোসের বাসা না।

সরণ: তাহলে কার বাসা? আপনি কোন বেলা?

বেলা: আপনি কী চাকরী পেয়েছেন যে বেলাকে জানাবেন?

সরণ: পেলে তো অবশ্যই জানাবো, আপনি কোন বেলা?

বেলা: আমি কোনো বেলা না

সরণ: তাহলে? বেলা বিস্কুট?

বেলা: :-), আপনি চিটাগাংয়ের লোক?

সরণ: না, আমার বন্ধুর বাড়ী চিটাগাং, ওদের বাসায় বেলা বিস্কুট খেয়েছি।

বেলা: আপনাদের বাড়ী কোথায়?

সরণ: বাংলাদেশে।

বেলা: :-) বাংলাদেশের কোন জায়গায়?

সরণ: ছোট এই দেশে এতো ভাগ কেন? ধরেন আমরা একই শহরে।

বেলা: ওকে

সরণ: :-/

বেলা: আজকে যেতে হবে, পরে কথা হবে।

সরণ: মে আই অ্যাড ইউ?

বেলা: আমি ইনভাইটেশন পাঠাচ্ছি।

একটু পর ইনভাইটেশন পেয়ে সরণ মেজেঞ্জার লিস্টে যোগ করে; বেলা।

২.

বিকেল থেকে মেজাজ খিটমিটে হয়ে আছে। অহনা-চৈতি-শীলা সবাই গেছে সুমাইয়ার কাজিনের গায়ে হলুদে। বেলাও যাওয়ার কথা ছিল। সকালে হঠাৎ নানু অসুস্থ হয়ে গেল, যাওয়া হলো না। আম্মু যেতে দিলো না।

একটু আগে অহনা এসএমএস করেছে - 'তোকে খুব মিস করছি, খুব মজা হচ্ছে, শীলা অলরেডি ফলেন উইথ অ্যা সাদা বিড়াল, রাতে ফোনে ডিটেইল বলবো'।
শীলার প্রেমে পড়ার অভ্যাস খুব বেশী। মুহুর্তে মুহুর্তে প্রেমে পড়ে যায়। একবার বেইলী রোডে পাশের রিক্সার ছেলেকে দশ-বিশ সেকেন্ড দেখেই প্রেমে পড়ে গেলো, পরের কয়েকদিন কেটেছে ঐ ছেলের মোহে। এই প্রেম-পড়ুনী বান্ধবী শীলাকে নিয়ে অনেক মজার মজার গল্প চালু আছে।

জিটিভিতে 'কসম সে' সিরিয়াল চলছে। বেলার দেখতে ইচ্ছে করে না। ভাবে - কিছুক্ষণ অনলাইনে থাকা যায়। চৈতিরা কেউ নেই, তাই কনফারেন্স হবে না। এ সময় অস্ট্রেলিয়ায় রাত হয়ে গেছে, অথৈকে পাওয়ার চান্সও নেই। তবুও ইয়াহু ম্যাসেঞ্জার খুলে, ডিং ডিং শব্দ করে অফলাইন ম্যাসেজ ভেসে উঠে - "হাই, হাউ আর ইউ?"
সরণের ম্যাসেজ।
সরণের কথা বেলা ভুলেই গিয়েছিল।
সে-ই যে একদিন কথা হলো, টুকটাক। টু ফোর ফোর ওয়ান ওয়ান থ্রি নাইন আর বেলা বিস্কুট নিয়ে কী কী বললো, বেলার ঠিক মনে পড়ছে না।
বেলা চ্যাট হিস্ট্রি জমিয়ে রাখে না, সমস্যা যেটা হয় - অপরিচিত কারো সাথে কী কথা হলো ওটা মনে থাকে না।
তবুও বেলা রিপ্লাই করে - "আয়্যাম ফাইন, ইউ?"
একটু পর পপ আপ বক্স ভেসে ইঠে আবার -
সরণ: কেমন আছেন?
বেলা: হাই সরণ, আমি ভালো, আপনি?
সরণ: সো সো
বেলা: আমি এক্ষুণি আসলাম, আপনিও এইমাত্র লগ ইন করলেন?
সরণ: না আমি নিজেকে ইনভিজিবল করে রেখেছিলাম।
বেলা: কেন?
সরণ: গুগলে সার্চ করছি, খানিকটা বিজি

বেলা: ওকে, তাহলে পরে কথা হবে

সরণ: নো প্রব, এখন বলুন। ডাউনলোড হচ্ছে।

বেলা: কী ডাউনলোড করছেন?

সরণ: একটা কেইস অ্যানালাইসিসে কিছু ডাটা দরকার ছিল

বেলা: আপনি পড়ালেখা করেন?

সরণ: হুম

বেলা: কিসে?

সরণ: চ্যাটের জন্য ওটা জানা খুব দরকার?

বেলা: না দরকার না। ওকে বলেন কোথায় পড়েন?

সরণ: ভার্সিটিতে

বেলা: নাম?

সরণ: চ্যাট করার জন্য ভার্সিটির নাম জানতে হবে?

বেলা: ওপস! নো হার্ড ফিলিং

সরণ: :-), আপনিও নিশ্চয় পড়ালেখা করেন?

বেলা: চ্যাটের জন্য ওটা জানা খুব দরকার? :-/

সরণ: আমার কথা আমাকেই ফেরত দিলেন?

বেলা: হি হি হি:। রাইট, আমিও স্টুডেন্ট, কোনো একটা ভার্সিটিতে ;-)

সরণ: এখন কী করছেন? কার কার সাথে চ্যাট করছেন?

বেলা: শুধু আপনার সাথে, আমার ফ্রেন্ডরা আজ নেটে নেই।

সরণ: আমি চ্যাটে তেমন আসি না

বেলা: আচ্ছা

।

।

।

।

।

সরণ: ডিং ডিং, বা-জ!

বেলা: হ্যালো।

সরণ: বিজি?

বেলা: না তেমন না, বলেন।

সরণ: গান শুনেন?

বেলা: শুনি

সরণ: কার গান?

বেলা: সব গান?

সরণ: 'সময় যেন কাটে না' শুনেছেন?

বেলা: একটেলের অ্যাড না?

সরণ: ওটা সামিনা চৌধুরীর গান, ওয়েট - লিংক দিচ্ছি।

বেলা: থ্যাংকস

সরণ: শুনে জানাবেন, কেমন লাগলো।

বেলা: শিওর!

সরণ: ডাউনলোড শেষ, লগ আউট হতে হবে, পরে কথা বলবো

বেলা: ওকে টেক কেয়ার।

সরণ: সেইম টু ইউ!

৩.

হ্যালো,

খুব ব্যস্ত নাকি? অনলাইনে দেখছি না একদম। আমরা বন্ধুরা প্রায় প্রতি রাতেই নেটে থাকি। ইয়াহু ম্যাসেঞ্জারে কনফারেন্স হয়। ভেবেছিলাম আপনার সাথে কথা হবে। সপ্তাহ পার হলো, কথা হলো না। মেইল করছি - ধন্যবাদ জানাতে। সামিনা চৌধুরীর গানটা শুনলাম। খুব ভালো লাগলো। ঐ ফোল্ডারে আরেকটা গান পেলাম - 'জায়গা কিনবো কিনবো করে পেয়ে গেলাম জায়গা শুদ্ধ জমি'। এ গানটাও সুন্দর।

এনিওয়ে ভালো থাকবেন। ম্যাসেঞ্জারে আসলে দেখা হবে। আর নিজেকে ইনভিজিবল করে রাখলে - মেইল করে জানাবেন ধন্যবাদটুকু পেলেন কি-না। গুড বাই।

< বেলা >

বেলা:

আপনার মেইল পেলাম।

পেলাম মানে আজকেই পেলাম।

তারিখের হিসেবে পাঁচদিন পর রিপ্লাই করছি, আর আমি মেইল চেক করলাম প্রায় দশ বারো দিন পর।

আপনাকে বলেছি, ম্যাসেঞ্জারে খুব একটা যাই না।

আর জি-মেইল আসার পর ইয়াহু একাউন্টটা তেমন ইউজ করি না।

জিমেইলে অনেক ফাস্ট কাজ করা যায়।

আপনার জি-মেইল একাউন্ট আছে? না থাকলে জানাবেন, আমি ইনভাইটেশন পাঠাবো।

জি-মেইল অনেক ইজি।

বাই দ্য ওয়ে, গানটি ভালো লেগেছে জেনে ভালো লাগলো।
আপনার অভ্যাস দেখছি আমার মতো, কিছু ভালো লাগলে অন্যদের সাথে শেয়ার করি।
হুমম, জায়গা কিনবো গানটাও শুনেছি।
সামিনা চৌধুরীর দূর্দান্ত কিছু গান ছিল - 'নয়নের আলো' সিনেমায়।
ছোটবেলায় দেখেছিলাম বিটিভি-তে, জাফর ইকবাল - সূর্বণা মুস্তাফা আর সম্ভবত: ববিতা অভিনয় করেছিল। শেষে সুর্বণা মারা যায়।

ওকে, আজ আর বেশী লিখছি না।
ম্যাসেঞ্জারে যাওয়া হয় না।
গেলেও নিজেকে ইনভিজিবল করে রাখবো না।
লগইন টাইম মিলে গেলে অবশ্যই কথা হবে।
আপনি বলেছেন - 'দেখা হবে'!
যা-ই হোক, যোগাযোগ হবে।
ভালো থাকবেন।
- সরণ

হাই,
ভালো আছেন নিশ্চয়। আপনার রিপ্লাই পেয়ে ভালো লাগলো। যদিও দেরীতে রিপ্লাই পেলাম, তবুও তো পেলাম! হি: হি: হি:। আমি কিন্তু মেইল পেয়ে সাথে সাথে রিপ্লাই বাটনে ক্লিক করলাম। মেইলের উত্তর না দিলে আমার কেমন জানি উসখুশ লাগে।
আপনার দেখছি - খোঁচানোর স্বভাব আছে। ম্যাসেঞ্জারে 'দেখা হবে', ওটা তো কথার কথা। সব কথার কি টু দ্য ওর্য়াড মিনিং ধরতে হয়? অনলাইনে দেখা হবে মানে কথা হবে। আর ওয়েবক্যামে তো দেখা হতেও পারে, নাকি?
জিমেইল আমার আছে। কিন্তু ভালো লাগে না। পুরনো ইয়াহু-ই বেশী ভালো লাগে। 'নয়নের আলো' দেখিনি। বিটিভিতে সিনেমা কবে দেখেছি মনেই পড়ে না। গতকাল অনেকদিন পর কোন একটা চ্যানেলে 'বাদশাহ' দেখলাম, শাহরুখের সিনেমা। হি ইজ মাই ফেভারিট। হি: হি: হি:।
গুড বাই!
< বেলা >

বেলা:
মেইলের কুইক রিপ্লাই করা খুব ভালো কোয়ালিটি।
সবার মাঝে থাকে না।
আমার নিজের মাঝেও নেই।
জিমেইল রেগুলার চেক করি, ইয়াহু মাঝে মাঝে। তবুও প্রম্পট রিপ্লাই দেয়া হয় না।
গতবার রিপ্লাই দিয়েছিলাম পাঁচদিন পর, এবার দিচ্ছি তিনদিন পর।
আচ্ছা, আমার ঐ কথাটা খোঁচা হয়ে গেলো?
আপনি দেখছি সিরিয়াস টাইপ মেয়ে।
ওয়েব ক্যামের ব্যাপারটা মাথায় ছিল।
কিন্তু আপনি কী অদেখা মানুষের সাথে ভিডিও চ্যাট করেন?
করেন না; ভেবে নিয়েই অমন লিখেছি।
যাই হোক, ভালো থাকুন।
-সরণ

হ্যালো,
স্যরি, আপনার কমপ্লিমেন্ট ধরে রাখতে পারলাম না। রিপ্লাই করতে এবার আমার দেরী হলো। এক্সাম ছিল দুই সপ্তাহ। বাসার নেটের লাইন রি-নিউ করতে হলো। সব মিলিয়ে অনেকদিন অনলাইনে আসিনি। আপনার আর কী খবর? পড়ালেখা কেমন চলছে?আপনার খোঁচা মারার হ্যাবিট আসলেই আছে।
ওয়েবক্যাম নিয়ে ওরকম পিঞ্চিং না করলেও পারতেন। :-(
আরেকটা কথা, আমার এক বান্ধবী আছে, নাম - শীলা। বাংলা সিনেমার গানের পোকা। ওকে 'নয়নের আলো'-র গান নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। ও দেখি পটাপট ৫টা গানের কলি বলে দিলো। এন্ড্রু কিশোরের কয়েকটা গানও নাকি আছে, খুব পপুলার। শীলাকে এখনো আপনার কথা বলিনি। বললে ও আপনার সাথে দেখা করতে চাইবে। দেখা করবেন? হি: হি: হি: - - -
আজ বাসায় নেটের লাইন রি-কানেক্ট হলো। অনলাইনে থাকবো রেগুলার, বেশীর ভাগ রাতের বেলা। আপনি আসলে কথা হতে পারে। আবার বলি - 'কথা হতে পারে'।
টেক কেয়ার!
< বেলা >

৪.

সরণ: হাই, আর ইউ দেয়ার?

বেলা: হ্যালো! আপনি!!!!

সরণ: হ্যাঁ আমি, অবাক হলেন নাকি?

বেলা: আপনাকে ম্যাসেঞ্জারে পাবো ভাবিনি

সরণ: ও, আমি ইয়াহু ম্যাসেঞ্জারে আসি না, বলেছিলাম

বেলা: মেইল পেয়েছেন?

সরণ: পেয়েছি

বেলা: রিপ্লাই করেননি কেন?

সরণ: স্যরি, টাইম পাইনি

বেলা: নাকি ভাব দেখাচ্ছেন?

সরণ: না না, ভাব দেখাবো কেন?

বেলা: হয়তো ভাবছেন - আমি এরকম অনেকের সাথে মেইলে টাংকি মারি

সরণ: মারেন নাকি?

বেলা: আপনি যা ভাবেন

সরণ: আমি কিন্তু স্যরি বলেছি

বেলা: ওকে, নো প্রবলেম

বেলা: কি করছেন?

সরণ: মেইল চেক করছি, আর গান শুনছি

বেলা: কার গান?

সরণ: নজরুল সংগীত

বেলা: কোনটা শুনছেন?

সরণ: নীলাম্বরী শাড়ী পরে নীল যমুনায়, কে যায়, কে যায়? - শুনেছেন?

বেলা: হুম, আমি মোহাম্মদ রফির কন্ঠে শুনেছি। আপনারটা কে গাইছে।

সরণ: মনে হয়, মোহাম্মদ রফি। শিল্পীর নাম জানি না।

বেলা: কোন অ্যালবাম?

সরণ: জানি না, নজরুল সংগীতের এমপি থ্রি কপি করেছিলাম।

বেলা: আচ্ছা, নজরুল গীতি আর নজরুল সংগীতের পার্থক্য জানেন?

সরণ: না জানি না, আপনি জানেন?

বেলা: আমিও জানি না

সরণ: গীতির মধ্যে মনে হয় দলগতভাবে গাওয়ার ব্যাপার আছে

বেলা: এনিওয়ে, আপনার সম্পর্কে কিছু জানা হলো না

সরণ::-)

বেলা: বলেন

সরণ: কী বলবো?

বেলা: নিজের সম্পর্কে বলেন

সরণ: আপনি প্রশ্ন করেন, আমি জবাব দিবো

বেলা: নাম বলেন

সরণ: আমার নাম সরণ, এটা যথেষ্ঠ না?

বেলা: বার্থ ডে কবে?

সরণ: সেপ্টেম্বর ৭

বেলা: ইয়ার বলা যাবে না?

সরণ: হা হা, আপনার বার্থ ডে কবে?

বেলা: ২৬শে আগস্ট

সরণ: ইয়ার বলবেন?

বেলা: না :-)

সরণ: তাহলে, আপনি হলেন আমার চেয়ে ১২ দিনের সিনিয়র

বেলা: মজার ব্যাপার!

সরণ: আপনাকে কী আপু ডাকতে হবে?

বেলা: আমার ধারণা আপনার বয়স চল্লিশ পঞ্চাশ হবে। আপনাকে আংকেল ডাকবো?

সরণ: হা হা হা, আপনার যা ইচ্ছা।

বেলা: আংকেল, আন্টি কী করে?

সরণ: আন্টি নেই?

বেলা: নেই মানে?

সরণ: এখনো বিয়ে করা হয়নি।

বেলা: চিরকুমার থাকবেন?

সরণ: মনে হয় না। দুলাভাই কী করে? বাচ্চারা ভালো আছে?

বেলা: দুলাভাই মানে?

সরণ: দুলাভাই মানে, আপনার হাজবেন্ড

বেলা: ফাজলামি করবেন না, আমার এখনো বিয়ের বয়স হয় নি

সরণ: ভার্সিটিতে পড়েন, এখনো আঠারো ক্রস করেননি?

বেলা: আপনি খুব ট্যাকনিক্যালি আমার বয়সটা জেনে নিচ্ছেন।

সরণ:;-)। আপনার বন্ধুরা আজ চ্যাটে আসেনি?

বেলা: আছে, কনফারেন্স চলছে। শীলা গান গাইছে।
সরণ: কী গান?
বেলা: হি হি, সিনেমার গান - 'ও আমার রসিয়া বন্ধুরে, তুমি কেন কোমরের বিছা হইলা না'
সরণ: হা হা হা, মজার তো।
বেলা ডিড নট রিসিভ ইউর ম্যাসেজ, সীমস টু বী অফলাইন
সরণ: হ্যালো, আছেন?
বেলা ডিড নট রিসিভ ইউর ম্যাসেজ, সীমস টু বী অফলাইন

৫.

বেলা:
কী ব্যাপার - হঠাৎ করে অফলাইন হয়ে গেলেন?
আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম।
আপনার দেখা পেলাম না।
ভালো থাকবেন।
- সরণ

হ্যালো,
স্যরি, গতকাল ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছিল। আবার কারেন্ট এলো দুই ঘন্টা পর। একটা ব্যাপার অনুমান করে নিচ্ছি - আমরা একই এলাকায় থাকি না। আমার বান্ধবী চৈতির আর আমাদের বাসা একই লাইনের। ওদের বাসায় কারেন্ট গেলে আমাদের বাসায়ও চলে যায়। চ্যাটরূম থেকে দু'জন একসাথে অফলাইন হয়ে যাই। বাকীরা বুঝে নেয় - ইলেকট্রিসিটি নাই। হি: হি: হি: হি:, এনিওয়ে, আপনিও ভালো থাকবেন।
< বেলা >

হাই,
কি খবর? কেমন আছেন? অনেকদিন কোন খবর নাই। খুব ব্যস্ত? নাকি ইয়াহু মেইল চেক করেন না? আমার চলছে কোন রকম। গত সপ্তায় সেমিস্টার শেষ হলো। রেজাল্ট মোটামুটি ভালোই। সামনের কয়েক সপ্তাহ ফ্রি থাকবো। পড়ালেখা আর ভালো লাগে না। কবে যে চাকরী পাবো? হি: হি: । ভালো থাকবেন।
< বেলা >

হ্যালো,
স্যরি, যদি এ মেইল পেয়ে বিরক্ত হন। প্রায় মাস দুয়েক আপনার কোন খবর নেই। আপনার জন্য শুভকামনা।
< বেলা >

বেলা:
আমি ভাবিনি আপনি এতো সিরিয়াস!
অনলাইনে অপরিচিত কারো উপর এতো প্রত্যাশা করা কী ঠিক?
আমার মনে হয় - আপনি বেশী এক্সপেক্ট করছেন।
আপনার মেইল পেয়েছি।
বিভিন্ন ঝামেলায় রিপ্লাই দেয়া হয় নি।
আপনি তো জানেন - আমি টাইমলি রিপ্লাই করতে পারি না।
জানি, এটা খানিকটা অভদ্রতাও।
কী আর করা?
আপনার পড়ালেখা শেষ হবে কবে?
অর্নাস নাকি মার্স্টার্স?
কীসে জব করার প্ল্যান করছেন?
বাংলাদেশের জব মার্কেট এখন স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে।
খুব লাক কিংবা ভালো লিংক ছাড়া চাকরী পাওয়া টাফ।
আমার রিপ্লাইয়ে দেরী হলো বলে স্যরি।
আপনার জন্য শুভকামনা।
- সরণ

হ্যালো:
যাক আপনি বেঁচে আছেন। আমি ভেবেছিলাম - সাধু সন্ন্যাসী হয়ে বনে জঙ্গলে গেলেন কিনা! এটাও ভেবেছি - আপনার ইয়াহু অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড ভুলে গেছেন। এই মেইলটা আপনার জি-মেইলে সিসি দিলাম। হুমম, আপনি অভদ্র কিনা জানি না, তবে অসামাজিক, এটা ধারণা করছি। ই-মেইলের রিপ্লাই করা এক প্রকার ভদ্রতা। ব্যস্ত থাকলে অন্তত: প্রাপ্তি স্বীকার করতে হয়।
আসলেই আর পড়ালেখা ভালো লাগছে না। আমি এখনো আন্ডারগ্র্যাড। জব মার্কেট স্যাচুরেটেড কেনো? মোবাইল ফোন কোম্পানীগুলো ভালো স্টার্টিং স্যালারি দিচ্ছে। সামনে আরো নতুন নতুন এমএনসি আসছে। কিসে জব করবো? পড়ালেখা দিয়ে কি জব ঠিক হয়? ফিজিক্স-কেমেস্ট্রি পড়ে ব্যাংকে চাকরী, ফিন্যান্স-একাউন্টিংয়ে পড়ে মোবাইল ফোনের কল সেন্টারে। হি: হি: হি:। একটা সময় ধারণা ছিল - মেয়েরা শুধু টিচিং আর ডাক্তারি করবে, এখন মেয়েরা সব করছে। আজ বলে দিলাম - আমি আন্ডারগ্র্যাড

লেভেলে। আপনি কিসে পড়ালেখা করছেন? শেষ হবে কবে? প্ল্যান কি? অনেক বড় মেইল লিখে ফেললাম। আপনি রিপ্লাই করবেন কিনা সেটা ভেবে শংকিত হচ্ছি। অনলাইনে অপরিচিত মানুষের উপর প্রত্যাশা বিষয়ে আজ একটা কথা বলি - ইয়াহুর বাংলাদেশ চ্যাটরূমে পোলাইট মেম্বার পাওয়া খুব টাফ। মোটামুটি সবাই টাংকিবাজ। সে তুলনায় আপনাকে বেশ ডিসেন্ট মনে হয়েছিল, দ্যাটস হোয়াই আই ওয়ান্ট টু রেসপেক্ট ইউ! দ্যাটস অল।

টেক কেয়ার!

< বেলা >

বেলা:

হ্যালো, এটা ভালো কাজ করেছেন।

আমার জিমেইলে মেইল করেছেন।

আমি জিমেইলটাই বেশী চেক করি।

আপনার মেইলের শেষ লাইনগুলো পড়ে মজা পেলাম।

রিয়েলী? ইউ ওয়ান্না রেসপেক্ট মী? স্টিল?

অসামাজিক মানুষ আবার সম্মান পায় নাকি? হা হা হা।

তবে আমি এবার সত্যি সত্যি আপনার সম্মান পাবো।

আমি আপনার চেয়ে সিনিয়র।

আমার মার্স্টার্স প্রায় শেষের দিকে।

অবশ্য আপনি যদি ফেলটুস ছাত্রী হন, আই মিন, বেশ কিছু ফেইলের রের্কড করে এখনো অর্নাস লেভেলে পড়ে থাকেন, তবে আপনিই সিনিয়র।

এবং আপনাকে এখনো আপু ডাকার স্কোপ আছে।

কিডিং!

কিডিং!!

ডোন্ট গেট সিরিয়াস।

আমি এখন জব খোঁজ শুরু করেছি।

আমার অনেক ক্লাসমেট চাচা-মামার জোরে অনার্সের পর ভালো চাকরী পেয়ে গেছে।

বেতনও ভালো পায়।

অথচ এরা পড়ালেখা কিংবা এক্সট্রা-কারিক্যুলাম কোন দিকে একটিভ ছিল না।

এটাই হয়তো র্কপোরেট নিয়তি।

সুর্দশন কিংবা সুর্দশনাদের জয় জয়কার।

ভালো শো-পিস দিয়ে ঘর সাজানোর মতো স্মার্ট স্টাফ দিয়ে অফিস সাজাতে হয়!

হা হা হা!

আদিওস!

- সরণ

৬.

মাইবাংলামিউজিক থেকে গান ডাউনলোড চলছে। আজকাল গানের অ্যালবাম কেনা লাগে না। রিলিজড হওয়ার কয়েকদিন পরেই অনলাইনে পাওয়া যায়। ইয়াহু ম্যাসেঞ্জারে লগইন করে বেলা অনেকক্ষণ বসে আছে। অনলাইনে কেউ নেই। বেলার ফ্রেন্ড সার্কেলে ইদানিং সমস্যা হয়ে গেছে। চৈতি আর সোনিয়া সিরিয়াস প্রেমে পড়ে গেছে। শুধু প্রেমে পড়া নয়, প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। প্রেম-পড়ুনি শীলা এবার রোমেলের সাথে ফেভিকনের মতো লেগে আছে। সেদিন বেলাও সাথে ছিল। স্পট কলাবাগানের আল-বাইক। কোণার টেবিলে শীলা-বেলা আর সুমাইয়া বসেছিল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই ডান পাশের টেবিলে একটি ছেলে একা একা চিকেন উইংয়ে কামড় দিচ্ছে। মোটামুটি পাঁচ-দশ মিনিটের মাঝে শীলা প্রেমে পড়ে গেলো। ভীষণ দু:সাহস, সরাসরি ঐ ছেলের টেবিলে। তারপর দু'জনে কীসব কথা হলো। কয়েক মিনিট পর শীলা ফিরে এলো, মোবাইলে ঐ ছেলের ফোন নাম্বার। পরের কয়েকদিন ঘন ঘন মোবাইল ব্যালেন্স রিলোড, প্রি-পেইড কার্ড অথবা ফ্লেক্সিলোড। সপ্তাহ খানেক পর শীলা আর ক্লাসে আসে না। ডিপার্টমেন্টের ধারে কাছেও দেখা যায় না। চৈতি এসে খবর দিলো - শীলাকে দেখা গেছে বুয়েটের আকি-চিপায়! চৈতি ওখানে গেলো কেনো? সুমাইয়ার চাপাচাপিতে থলের বেড়াল বেরিয়ে আসে। চৈতি তখন হিস্ট্রির তমালের সাথে 'আমি ভাসবো যে জলে তোমায়, তোমায় ভাসাবো সে জলে'।

এভাবে সবাই যখন প্রেমে পড়ে গেলো, তখন ইয়াহুর কনফারেন্স রুম খাঁ খাঁ করে। শীলার গান নেই, চৈতির কাশি নাই, অহনার ভেংচি কাটা নেই। কেবল মাঝে মাঝে বেলা একা বসে থাকে। উইন্যাম্পে সামিনা চৌধুরী - 'সময় যেন কাটে না, বড় একা একা লাগে এ মুখর জনারণ্যে'। সরণও ম্যাসেঞ্জারে আসে না। আচ্ছা, বেলা কি ইদানিং সরণের কথা বেশী ভাবছে? সরণের কোথায় যেন একটা দূর্বোধ্যতার ব্যাপার আছে। বেলা ঐ বোধের এলাকায় যেতে পারে না। সরণের মেইল, চ্যাটের লাইনগুলো মিলিয়ে বেলার চারপাশে এক ধরণের রহস্য সৃষ্টি হয় । বেলা বারবার এ রহস্যের কাছে পরাজিত হয়। সরণ কখনো বেলার ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়নি, নিজ থেকে জানতে ইচ্ছে করেনি কিছু। এতোদিন মেইলে যোগাযোগ হয়, মাঝে মাঝে ম্যাসেঞ্জারে কথা হয়। সরণকে মনে হয়েছে অনেক ম্যাচিউরড মানুষ, যার আশেপাশে যাবার ক্ষমতা বেলার নেই।

বেলা ভাবে - জিমেইলে গিয়ে দেখলে কেমন হয়, সরণ হয়তো অনলাইনে আছে। কিছুক্ষণ কথা বলা যেতে পারে। জিমেইলে সরণকে চ্যাট ইনভাইটেশন পাঠাতেই কুইক কন্টাক্টসে সরণের নাম ভেসে উঠে - পাশে সবুজ বাতি। সরণ অনলাইনে। নিচে স্ট্যাটাস লেখা - 'বেকারত্বের দিনগুলিতে প্রেম'।
বেলা নক করে -
বেলা: হাই, বিজি?

সরণ: আরে আপনি যে, জিমেইলে!

বেলা: হুম, দেখলাম আপনি আছেন, তাই নক করলাম।

সরণ: গুড

বেলা: কি করেন?

সরণ: বিডি জবসে চাকরী খুঁজি

বেলা: প্রেম করেন কার সাথে?

সরণ: মানে?

বেলা: মানে কার সাথে প্রেম করছেন?

সরণ: কেন বলুন তো!

বেলা: স্ট্যাটস দেখছি - 'বেকারত্বের দিনগুলিতে প্রেম', তাই জিজ্ঞেস করছি।

সরণ: ওপস! ওটা একটা উপন্যাসের নাম, আনিসুল হকের লেখা

বেলা: প্রেম করেন?

সরণ: হা হা, খুব পার্সোনাল প্রশ্ন হয়ে গেলো না?

বেলা: না বললে বলবেন না। ওকে!

সরণ: আচ্ছা পরে বলছি। দেখি আপনার স্মৃতি শক্তি কেমন। টেস্ট করবো?

বেলা: কীভাবে?

সরণ: আমার প্রশ্নগুলোর জবাব দেন দেখি

বেলা: কী প্রশ্ন?

সরণ: বলুন তো - একটা ফ্রিজের মধ্যে একটা হাতি কীভাবে ঢুকাবেন?

৭.

বেলা: এটা কীভাবে সম্ভব? ফ্রিজের মধ্যে হাতি কিভাবে ঢুকাবো?

সরণ: ট্রাই করে দেখেন

বেলা: এটা কী খেলনা হাতি?

সরণ : না, খেলনা হাতি না

বেলা: তবে কি হাতি জবাই করে মাংসগুলো ঢুকাতে হবে?

সরণ: হলো না, টাইম শেষ।

বেলা: ওকে আপনি আনসার বলেন।

সরণ: খুব ইজি। ফ্রিজের দরজা খুলবেন, হাতিটা ঢুকিয়ে দিবেন, দরজাটা বন্ধ করে দিবেন।

বেলা: হি: হি: হি: । ফ্রিজের মধ্যে হাতি ঢুকবে নাকি?

সরণ: ওটা বিষয় না। এ প্রশ্নের ট্রিকস হলো - আপনি একটি বিষয়কে কতো সহজে ভাবতে পারেন।

বেলা: ধ্যুত, এটা ফালতু উত্তর।

সরণ: ওকে, নেক্সট প্রশ্নে যাবো?

বেলা: বলেন

সরণ: আচ্ছা, এবার বলেন তো একটা ফ্রিজের মধ্যে একটা জিরাফ কিভাবে ঢুকাবেন?

বেলা: ইজি।

সরণ: কিভাবে?

বেলা: আগের মতো করে।

সরণ: আহা, আগের মতো করে কীভাবে , ওটা বলেন।

বেলা: দরজা খুলবো, জিরাফ ঢুকাবো, দরজা বন্ধ করে দিবো।

সরণ: হা হা হা, হয়নি।

বেলা: কেন?

সরণ: আপনি জিরাফ ঢুকানোর আগে হাতিটা বের করবেন না?

বেলা: মানে?

সরণ: আপনি আগে ভেতরের হাতিটা বের করবেন, তারপর জিরাফ ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করবেন।

বেলা: না, না। এটা হবে না। আপনি তো বলেননি - হাতি তখনো ফ্রিজের ভেতরে রয়ে গেছে।

সরণ: হা হা হা, ও জন্যই তো শুরুতে বলেছি - এটা এক ধরণের মেমরি টেস্ট।

বেলা: হি: হি:

সরণ: ওকে নেক্সট প্রশ্ন।

বেলা: কি?

সরণ: বলেন তো দেখি, বনে একটা মিটিং হচ্ছে। বনের রাজা সিংহ মিটিং কল করেছে। সব প্রাণী গিয়েছে, একটা প্রাণী যায়নি। ঐ প্রাণীটা কে?

বেলা: বাঘ

সরণ: কেন?

বেলা: বাঘ যায়নি - - -

সরণ: কেন যায়নি ওটা বলেন!

বেলা: বাঘ আর সিংহের দ্বন্দ্ব, তাই বাঘ যায়নি। হয়েছে?

সরণ: না হয়নি :-)

বেলা: কেন? তাহলে কে যায়নি?

সরণ: হা হা হা। আপনি যে একটু আগে জিরাফকে ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিলেন, ভুলে গেছেন? ঐ জিরাফটা মিটিংয়ে যায় নি।

বেলা: উহ! না ! এটাও হবে না। আপনি চিট করছেন।

সরণ: কিভাবে?

বেলা: আপনি বলেননি এটা আগের প্রশ্নের সাথে রিলেটেড।

সরণ: কেন? আমি তো আগেই বলেছি - আপনার মেমরি টেস্ট চলছে।

বেলা: :-(

সরণ: ওকে নেক্সট কোয়েশ্চন।

বেলা: আরো আছে?

সরণ: এটা শেষ।

বেলা: ওকে

সরণ: আচ্ছা, এবার বলেন - মনে করেন, আপনি একটা নদীর ধারে দাড়িয়ে। আপনাকে এপার থেকে ওপারে যেতে হবে। ঘাটে একটা নৌকা বাঁধা। সমস্যা হলো - নদীতে সব সময় অনেকগুলো কুমির কিলবিল করে। আপনি কীভাবে পার হবেন?

বেলা: এটা তো কঠিন প্রশ্ন।

সরণ: চেষ্টা করে দেখেন

বেলা: আশেপাশের ব্রিজ দিয়ে চলে যাবো। :-)

সরণ: না, আশেপাশে কোন ব্রিজ নেই।

বেলা: তাহলে অনেক দূর হেঁটে অন্য উপায় বের করবো।

সরণ: উঁহু, অন্য উপায় নেই। আপনাকে ঐ ঘাট দিয়েই পার হতে হবে।

বেলা: ছ্যাত, পারবো না। এরকম কঠিন প্রশ্ন - - -

সরণ: হা হা, সোজা। আপনি ঘাটে বাঁধা ঐ নৌকা নিয়েই পার হয়ে যাবেন।

বেলা: তাহলে কুমির?

সরণ: হো: হো:, আপনি ভুলে গেছেন? একটু আগে বলছিলাম - বনের সব প্রাণী মিটিংয়ে গেছে। কুমিরগুলোও নিশ্চয় ওখানে গেছে!

বেলা: এটাও কী আগের সাথে রিলেটেড ছিল?

সরণ: আমি আপনাকে বারবার বলছি, আপনার মেমরি টেস্ট হচ্ছে।

বেলা: ছি: ছি:। একটাও পারলাম না।

সরণ: এটা এরকমই। মন খারাপ করবেন না।

বেলা: তাহলে এবার আমি আপনার মেমরি টেস্ট করি?

সরণ: করেন!

বেলা: বলেন তো, আমার জন্মদিন কবে?

সরণ: আজ হলো ২৫ তারিখ। কাল আপনার জন্মদিন, ২৬ আগস্ট।

বেলা: থ্যাংকস!!! পেরেছেন।

সরণ: অ্যাডভান্স হ্যাপি বার্থ ডে!

বেলা: আবারো থ্যাংকস!

সরণ: মাই প্লেজার!

বেলা: আপনি কী আমার একটা প্রশ্নের সিরিয়াসলি জবাব দিবেন?
সরণ: কি প্রশ্ন?
বেলা: খুব পারসোনাল প্রশ্ন।
সরণ: করেন
বেলা: আপনার গার্লফ্রেন্ড আছে? আই মিন, প্রেম করছেন?
সরণ: হা: হা:, আপনি ঐ একটা জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছেন?
বেলা: মাইন্ড করলেন?
সরণ: না, শুনেন, আমি প্রেম করছি না, সে রকম কোন বান্ধবীও নেই।
বেলা: কেন?
সরণ: জানি না, কেউ হয়তো পছন্দ করেনি ;-(
বেলা: আপনি কাউকে পছন্দ করেছিলেন?
সরণ: কঠিন প্রশ্ন!
বেলা: আজ আসি, আম্মু খেতে ডাকছে। পরে কথা হবে।
সরণ: ভালো থাকবেন
বেলা: আপনিও!

সরণের কোন বান্ধবী নেই, প্রেম করছে না; এটা ভাবলে বেলার ক্যামন জানি ভালো লেগে উঠে। বেলা জানে না, কেন ভালো লাগে। সরণও পাল্টা জানতে চাইতে পারতো - বেলার পছন্দের কেউ আছে কিনা। অথচ কিচ্ছু জিজ্ঞেস করেনি। এ জায়গাটিতেই সরণ অদ্ভুত । আজ নেটে সময়টুকু খুব তাড়াতাড়ি কেটে গেল।

৮.

হ্যালো,
আজ ৭ সেপ্টেম্বর, আজ আপনার জন্মদিন। শুভ জন্মদিন। আপনার ফোন নাম্বার জানা থাকলে আজ অবশ্যই ফোন করে আপনাকে উইশ করতাম। আপনার ফোন নাম্বার জানি না, আমি নিজেই অবশ্য অপরিচিত মানুষকে ফোন নাম্বার দেয়া পছন্দ করি না। এনিওয়ে, আমার জন্মদিনে আপনি চমৎকার ই-কার্ড পাঠিয়েছেন, সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে একটি মেইল করেছিলাম। পেলেন কি-না জানি না। ওহ, আপনি তো আবার অসামাজিক মানুষ, মেইলের রিপ্লাই করেন না। হি হি। তো মিস্টার অসামাজিক,

আজকের জন্মদিনে কী করছেন? অসামাজিক হয়ে এখনো কোন গার্লফ্রেন্ড জুটাতে পারেননি। দিন কেটে যাচ্ছে একা একা। ব্যাড লাক! আই ফিল পিটি ফর ইউ! লোল !!!
যাক, জন্মদিনে অনেক খোঁচা দেয়া কথা বলে ফেললাম। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড! কততম জন্মদিন গেলো? ততগুলো ভার্চুয়াল গোলাপের শুভেচ্ছা।
< বেলা >

বেলা:
আপনার ভার্চুয়াল গোলাপগুলো, সম্ভবত: পঁচিশটি, শুকিয়ে মেইল বক্সের তলানীতে খসখসে হয়ে পড়ে রইলো তিনদিন।
মানে আমি মেইল চেক করছি - তিনদিন পর।
কী আর করা!
অভ্যাস কী আর দুর হয়?
আমার বন্ধুরা জরুরী কোন মেইল করলে ফোনে বলে দেয় - 'মেইল বক্স চেক করিস'।
আমার মনে হয় - আপনি আমার কিংবা আমি আপনার ফোন নাম্বার জানা ঠিক হবে না।
সময়ে অসময়ে আপনি ফোন করে বসবেন সে শংকা মাথায় রেখেই বলি - আমিও আপনাকে বিনা প্রয়োজনে ফোন করে বিরক্ত করতে পারি। হা হা
কী দরকার - উটকো ঝামেলার।
এই অসামাজিক মানুষটি যদি সামাজিক হওয়ার চেষ্টায় আপনার উপর এক্সপেরিমেন্ট চালায় তবে সেটা মোটেও সুখকর হবে না।
অসামাজিক মানুষও কখনো সামাজিক হতে চায় !
“ভিখারীর কী কখনো ডাকাত হতে ইচ্ছে করে না?”
কার কবিতা যেন? পূর্ণেন্দু পত্রীর?
পূর্ণেন্দু'র 'কথোপকথন' পড়েছেন?
চমৎকার, না পড়লে পড়তে পারেন। আর পড়ার ইচ্ছে না থাকলে অডিও অ্যালবাম শুনতে পারেন।
আমি শুনেছিলাম - শিমুল মুস্তাফা আর শিরিন বকুলের কণ্ঠে।
আচ্ছা, আপনি কবিতা পছন্দ করেন?
আই মিন, কবিতা পড়েন? অথবা শুনেন?
"আমার কীর্তিরে আমি করি না বিশ্বাস।
জানি, কাল সিন্ধু তারে
নিয়ত তরঙ্গাঘাতে
দিনে দিনে দিবে লুপ্ত করি।"
- লাইনগুলো কেমন?
রবি কবির লাইন।

কবিতার নাম মনে পড়ছে না। অনেক আগে ডায়েরীতে তুলে রেখেছিলাম।
আচ্ছা আপনি ডায়েরি লিখেন?
আমি একসময় লিখতাম, ক্লাস ফাইভে পড়ি তখন।
কোনদিন কী করলাম, কয়টা সত্য-মিথ্যা বললাম। কার সাথে ঝগড়া হলো, এইসব।
মজার ব্যাপার - তখন আমি ছাত্রশিবিরের মুগ্ধ। কিশোরকণ্ঠ পড়ি রেগুলার।
এই যে দেখেন - অনেক বড় মেইল, অনেক কথা বলে ফেললাম, কিন্তু অসামাজিকতার ঘোরটোপ থেকে বেরুতে পারলাম না।
আমার জন্মদিনে আপনি সুন্দর একটি মিউজিক্যাল ই-কার্ড পাঠিয়েছেন। সেজন্য ধন্যবাদ দেয়া হলো না এখনো!
অনেক অনেক ধন্যবাদ।
বাই দ্যা ওয়ে, বেঁচে থাকার জন্য একজন গার্লফ্রেন্ড খুব দরকার কী?
আপনার আর কী খবর?
ভালো থাকবেন।
- সরণ (অসামাজিক)

হাই,
নাহ! আপনাকে অসামাজিক বলা ঠিক হয়নি। আমার মনে হচ্ছে আপনি ব্যাপারটি সিরিয়াসলি নিয়েছেন। শেষে নামের পর ব্র্যাকেটে 'অসামাজিক' না লিখলে পারতেন না? আমি এখন গিল্টি ফিল করছি। স্যরি, ভীষণ স্যরি - আপনি যদি মনোকষ্ট পেয়ে থাকেন। আপনার লাস্ট মেইলটা বেশ কয়েকবার পড়েছি। কেন জানি মেইলটা পড়ে খুব ভালো লেগেছে। মনে হয়েছে আপনি অসামাজিকতার চক্কর থেকে বেরিয়ে আসছেন। হি: হি:। আপনি অনেকটা মুখচোরা টাইপ মানুষ। অপরিচিত মানুষের সাথে খুব সহজে মিশতে পারেন না। অথচ, আমার খোঁচা মার্কা মেইল পেয়ে কী চমৎকার একটি মেইল করলেন। খুব ভালো লাগলো। না, থাক - আপনার ফোন নাম্বার জেনে আমার কাজ নেই। আপনি আসলেই ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন - আপনাকে ফোন নাম্বার দিলে হয়তো বিপদে পড়ে যাবো। হি: হি: হি:।
স্যরি, পূর্নেন্দু পত্রীর কবিতা পড়া কিংবা শোনা কোনটাই হয়নি। আপনার মেইল পড়ে আপনাকে বেশ কালচার্ড মানুষ মনে হলো। আমি সেরকম না। ছোটবেলায় হুমায়ূন আহমেদ পড়ে মাথাটা হাল্কা হয়ে গেছে। পরে রবীন্দ্র কিংবা শরৎ মাথায় ঢুকেনি। আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলটাই এমন। সব হাবিজাবি পাঁচমিশালী। হি: হি:। একটা কবিতা বলি, জানেন কার লেখা?
“জানি
গতকাল আমি আসবো ভেবে
তুমি বসেছিলে বারান্দায়,
যেমন বসবে আজ - আগামীকাল
কিংবা পরশুও হয়তো।

অথচ আমার পথের
শুরু কিংবা শেষ - নেই কোনটাই,
যে পথে তুমি আছো সে পথ কোথায়?"

আমি জানি না কার লেখা। তবে প্রায় নিজে নিজে আওড়াই। আপনার শেষ প্রশ্নটি খুব কঠিন। বেঁচে থাকার জন্য গার্লফ্রেন্ডের দরকার আছে কিনা জানি না। সেভাবে ভাবিনি কখনো, বয়ফ্রেন্ড ছাড়া আমারও খুব সমস্যা হচ্ছে কী? হি হি, আপনাকে এই ফাঁকে বলে দিলাম - আমার কোন বয়ফ্রেন্ড নেই। হি হি:।

আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে বলি - আমি কখনো ডায়েরী লিখিনি। ইদানিং খুব লিখতে ইচ্ছে করে। কী ভালো লাগছে, কী লাগছে না - এসব। আচ্ছা, আমি যদি ডায়েরীর মতো করে প্রতিদিন আপনাকে লিখি আপনি পড়বেন?

টেক কেয়ার!

< বেলা >

মিস্টার অসামাজিক,

আপনাকে আবার বিরক্ত করি। দোষটা আপনারই - কে বলেছিল সামিনা চৌধুরীর 'সময় যেন কাটে না' লিংক দিতে? এখন আমার সময় আসলেই কাটছে না, সাথে সাথে 'বড় একা একা' লাগছে। সব আপনার দোষ। হি: হি: হি:। সামিনার 'কবিতা পড়ার প্রহর এসেছে' ও চমৎকার গান। আবারও বলি - সব আপনার দোষ। হি হি হি।

বেস্ট অফ লাক!

< বেলা >

৯.

বেলা:

আপনার দুটো মেইল পেলাম।

আপনার কী কোন কারণে মন খারাপ? আমার কেন জানি অমনটা মনে হলো।

একা একা কেন লাগবে?

আপনার ফ্রেন্ডরা কেমন আছে?

ওদের সাথে সময় কাটান। ভালো লাগবে।

আমাদের এ শহরে - ঘুরার জায়গা আর কতই বা আছে?

বন্ধুদের সাথে আড্ডাটাই আসল।

কীভাবে কীভাবে সময় কেটে যায়।
আমার এখন সময় কাটানোটাই বিরক্তিকর।
বেকার জীবন। চাকরির চেষ্টা করে যাচ্ছি। কবে হবে জানি না।
"কবিতা পড়ার প্রহর এসেছে" আমার খুব প্রিয় একটি গান। গানটি কে লিখেছে জানেন? কাওসার আহমেদ চৌধুরী, ঐ যে প্রথম আলোর ছুটির দিনে ম্যাগাজিনে সপ্তাহের রাশিফল লিখে। আরেকটি মজার ব্যাপার শেয়ার করি। হুমায়ুন আজাদ স্যারের একটা ইন্টারভিউ পড়ছিলাম, উনি বলেছেন - বাংলা ভাষায় এখনো পর্যন্ত যত গান লেখা হয়েছে, তার মধ্যে মাত্র তিনটি গান, আসলেই গান হয়ে উঠেছে। তিনটির একটি হলো - "কবিতা পড়ার প্রহর এসেছে"।
আর কী খবর? সেমিস্টার শেষ হবে কবে? ব্রেকে কী করবেন? তার আগে ফাইনালের প্রিপারেশন কেমন? এইসব মন খারাপ বাদ দিয়ে সিরিয়াসলি পড়েন। জব মার্কেট এখন খুব কম্পিটিটিভ। ভালো থাকবেন।
- সরণ

হ্যালো,
কেমন আছেন? বেকার জীবন নিয়ে ভাববেন না, ভালো কিছু একটা হয়ে যাবেই, কাল অথবা পরশু, একটু সময় লাগবে এটুকুই অপেক্ষা। আচ্ছা সরণ, আপনি কী আমার উপর কোন কারণে বিরক্ত? আমার মেইলের কথাগুলো কী আপনাকে খুব সমস্যায় ফেলে দিয়েছে? ওরকম কিছু হলে সরাসরি বলবেন। আমি সরাসরি কথা বলতে ও শুনতে পছন্দ করি। আমার আগের মেইলে আপনাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলাম। একটারও উত্তর দেননি। আপনার চোখ এড়িয়ে গেলো, নাকি এভয়েড করে গেলেন জানি না। কখনো মন চাইলে জবাব দিতে পারেন।
এবার আমি আপনাকে প্রশ্নের লিস্ট পাঠাচ্ছি। আপনি পরীক্ষার মতো করে জবাব দিবেন।
১) আপনার আগের মেইলে দেখলাম, আপনি "হুমায়ুন আজাদ স্যার" লিখেছেন। আপনি কী উনার ডিরেক্ট স্টুডেন্ট?
২) হুমায়ুন আজাদের মতে 'গান হয়ে উঠা' বাকী গান দুটো কী কী?
৩) আপনি রাশিফল বিশ্বাস করেন? (ছুটির দিনের রাশিফলের সাথে আমার প্রায়ই মিলে যায়!)
আজ আর জ্বালাবো না। মেইল করবেন, সাথে প্রশ্নগুলোর জবাব দিবেন আশা করি - - -।
স্টে ওয়েল! লোল!!!
< বেলা >

ম্যাডাম:
সর্বনাশ! ছাত্র বানিয়ে এক্কেবারে পরীক্ষায় বসিয়ে দিলেন!
৩টা প্রশ্নের মোট নম্বর কতো?
আচ্ছা উত্তর দিই:

১) জ্বী না, আমি আজাদ স্যারের ডিরেক্ট স্টুডেন্ট না। আসলে আমি কর্মাস ফ্যাকাল্টির ছাত্র। সো হোয়াট? তাই বলে হুমায়ুন আজাদকে সম্মান করে স্যার ডাকতে পারবো না? আমাদের দেশে উনার মতো ট্যালেন্ট আর কবেই বা আসবে? দূর্ভাগ্য, আমরা উনাকে হারালাম! কী হারালাম তা বুঝতে আরো অনেক সময় লাগবে। বাই দ্য ওয়ে, আমি কিন্তু একই রকমভাবে - আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদকে সায়ীদ স্যার, মুহম্মদ জাফর ইকবালকে জাফর ইকবাল স্যারই বলি। এঁরা হলেন আমাদের বাতিঘর। স্যার বলে সম্মানটুকু অন্তত: জানাতে পারি, কী বলেন?

২) স্যরি, বাকি গান দুটির কথা মনে পড়ছে না। চিটাগাং থেকে প্রকাশিত একটা ম্যাগাজিনে ঐ ইন্টারভিউ পড়েছিলাম। ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন শরিফা বুলবুল। ঐ সাক্ষাৎকারগুলো সংকলন করে পরে সম্ভবত: বই রের হয়েছিল।

৩) আমি রাশিফল বিশ্বাস করি না। তবে স্বীকার করি - চুপিসারে পড়ে নিই, কী কী লেখা আছে। ছুটির দিনে নিওমারোলজি ব্যবহার করে। বলেই দেয় - ১০% মিলবে। এখন আপনি সারা সপ্তাহে শত শত ঘটনায় ঐ দু'চার লাইন মিলিয়ে ফেললে তো সমস্যা!

আপনার ৩টা প্রশ্নের জবাব দিলাম। পাশ করবো? ৩৩ পাবো? একটু দয়া দেখাইয়েন ম্যাডাম, ফেইল করলে আম্মু বাসা থেকে বের করে দিবে, আব্বু পিটাবে। ওঁয়া ওয়াঁ - - -

- সরণ

হ্যালো!

আপনি দেখছি যথেষ্ঠ ফাজিল আছেন। হি হি:। আপনি তেত্রিশ না, আপনি ৪৯ পেলেন। সেকেন্ড ডিভিশন নম্বর। জিপিএ হিসেবে ডি প্লাস। কম পেলেন, কারণ - আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিয়েই ভেগেছেন। মেইল কই?

সরণ, আপনি কী আমাকে যখন সময় পান তখনি অনেক বড় বড় মেইল করতে পারবেন? আমি জানি না আপনার কাছে কেন এটা চাচ্ছি। আসলেই জানি না, আপনার মেইল পেতে, মেইল পড়তে ইচ্ছে করে ইদানিং। আমি জানি না কেন এমন হচ্ছে।

< বেলা >

সরণ,

আপনি কী আমাকে যখন সময় পান তখনি অনেক বড় বড় মেইল করতে পারবেন?

আমি জানি না আপনার কাছে কেন এটা চাচ্ছি।

< বেলা >

সরণ,
আপনি কী আমাকে যখন সময় পান তখনি অনেক বড় বড় মেইল করতে পারবেন?
আমি জানি না আপনার কাছে কেন এটা চাচ্ছি। < বেলা >

সরণ, আপনি কী আমাকে যখন সময় পান তখনি অনেক বড় বড় মেইল করতে পারবেন?
আমি জানি না আপনার কাছে কেন এটা চাচ্ছি।
< বেলা >

১০.

হাই,
একটা অনুরোধ করছি। উল্টাপাল্টা খেয়ালে আপনাকে কী কী সব কথা বলে একটা মেইল ৩ বার পাঠিয়েছি। প্লিজ, ওগুলো মুছে দিবেন। কথাগুলো খুব সিরিয়াসলি নিবেন না। আই অ্যাম রিয়েলী স্যরি।
< বেলা >

বেলা:
আপনি রুদ্রের কবিতা পড়েছেন? রুদ্র মানে রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। কবিতা না পড়লেও - 'ভালো আছি ভালো থেকো, আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো' নিশ্চয় শুনেছেন। ওটা রুদ্রের লেখা।

"নিরবতা কোনও এক উদাসীন পাথরের নাম -
অহল্যা সে কোনদিন জানি আর হবে না জীবন।
হবে না সে পরিজাত, কোনওদিন হবে না সকাল,
দিন আর নিশিথের সন্ধিক্ষণে থেকে যাবে জানি -
অহল্যা সে চিরকাল থেকে যাবে, রক্ত মাংশ নিয়ে।
যাবে না সে দগ্ধ ক্ষুব্ধ মানুষের মিছিলে কখনও,
পোড়া মানুষের ক্ষত, রক্ত, গ্লানি বুকে সে নেবে না,
যাবে না সে জানি আর কোনওদিন সবুজ নিভৃতে।

ছোঁবে না সে চিবুকের থরো থরো বিষণ্ন উত্তাপ,
সেই হাত কখনও ছোঁবে না আর উদাসীন চুল।
নি:শ্বাসের ঘ্রাণে আর জাগবে না ভেজা চোখ দুটি,
নক্ষত্রের স্মৃতি শুধু বেঁচে রবে স্নায়ুর তিমিরে।
হবে না বেহুলা জনি সে কখনও গাঙুরের জলে
ভাসবে না ভেলা তার, ভাসবে না স্বপ্নের সাহস,
বেহুলার স্বপ্ন-ভেলা কোনওদিন জলে ভাসবে না -
নিরবতা কার নাম? কার নামে নির্ব্বাসন জ্বলে?"

এ কবিতাও রুদ্রের লেখা।
আপনার মঙ্গল কামনা করছি।
- সরণ

হ্যালো,
আমি স্যরি বলেছিলাম। এরপরও আপনি অমন একটা কবিতা পাঠালেন! "নক্ষত্রের স্মৃতি শুধু বেঁচে রবে স্নায়ুর তিমিরে"। কতো নক্ষত্রের স্মৃতিই বা আর মনে থাকে। তবুও কেউ কেউ আকাশে তাকিয়ে থাকে আদমসুরতের খোঁজে। আমার বেহুলা হবার শখ নেই, ভেলা ভাসানোর সাহস নেই, স্বপ্নও নেই। জানি না কেন -ইদানিং সন্দিগ্ধ মনটা কাকে জানি বিশ্বাস করতে মন চায়। ফ্রেন্ডদের সাথে সব কথা বলা হয় না। সবার সাথে সব কিছু শেয়ার করা যায় না। সবাইকে কী আর বিশ্বাস করা যায়?
রুদ্র তো তসলিমা নাসরিনের হাজব্যান্ড ছিল, তাই না? 'উতল হাওয়া'য় পড়েছিলাম। রুদ্র কী তসলিমার সব বিশ্বাসের মর‍্যাদা দিয়েছিল?
আজ আর লিখতে ইচ্ছে করছে না। মনটা খারাপ হয়ে আছে।
< বেলা >

বেলা:
মেইলের রিপ্লাই করছি প্রায় দশদিন পর। গত মেইলে লিখেছিলেন - মন ভালো নেই।
আশা করছি - এ দশদিনে মন ভালো হয়ে গেছে!
আমি আছি - চাকরীর খোঁজে। বেকার জীবন ভীষণ কষ্টের। বাসা থেকে চাকরীর চাপ নেই। তবুও নিজের কাছে নিজেকে বার্ডেন মনে হয়। মার্স্টার্স পাশ করে বাপের ঘাঁড়ে বসে আরামসে খাচ্ছি।
যাই হোক, 'উতল হাওয়া' - 'ক' দুটোই পড়েছি। তসলিমা নাসরিনের গদ্য কখনো আমার কাছে আর্কষণীয় মনে হয়নি। পড়তে গেলে টার্য়াড হয়ে যাই। আপনি হয়তো জানেন না, তসলিমা নাসরিন লেখালেখিতে

প্রতিষ্ঠা পাবার পেছনে রুদ্রের অনেক বড় ভূমিকা ছিল। তাই কবি রুদ্রের পরিচয় 'তসলিমার হাজব্যান্ড' হিসেবে মেনে নিতে পারলাম না।
আপনার কি এখনো মন খারাপ?
তাহলে একটা জোকস শুনেন -
"এক লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। হঠাৎ আশেপাশে কোথাও থেকে তেরো তেরো তেরো শব্দ আসা শুরু হলো। লোকটি ভাবলো - ব্যাপার কি? তেরো তেরো শব্দটি কোত্থেকে আসছে? তেরো মানে আনলাকি থার্টিন! তার কাছে মনে হলো - পাশের দেয়ালের ওপাশ থেকে শব্দটা আসছে। আগ্রহ নিয়ে সে দেয়ালের ফুটোতে চোখ রাখলো। ওমনি ওপাশ থেকে একটা কাঠি এসে তার চোখে গুতা দিলো। আর এবার শব্দটা তেরোর পরিবর্তে হয়ে গেলো চৌদ্দ চৌদ্দ চৌদ্দ।"

জোকসটি এখানে শেষ। কিন্তু আমাদের বন্ধুমহলে এ জোকসের অন্য ভর্সিন যোগ হয়েছে। আমাদের বন্ধু টিপু একবার প্রেমে পড়লো সেকেন্ড ইয়ারের রুমার সাথে। উথাল পাথাল প্রেম হয়ে হয়ে যায়, এমন অবস্থা। একদিন টিপু রুমাকে জোকসটি বললো। চৌদ্দ চৌদ্দ হয়ে যাবার পর টিপু থামলো, তার ধারণা ছিল - জোকস শুনে রুমা অনেকক্ষণ হাসবে। কিন্তু টিপু অবাক, কারণ - রুমা হাসে না। বরং ভীষণ অবাক চোখ নিয়ে জিজ্ঞেস করে - "তারপরে? তারপরে কী হলো?" রুমার কথা শুনে টিপু হাসতে হাসতে খুন। পরে সে ডিসিশন নিলো - রুমার সাথে সর্ম্পক আগানো যাবে না। কারণ, যে মেয়ের আইকিউ এত্তো কম, তার সাথে চলাফেরা করাই মুশকিল।
এখন আমরা এই জোকসটা বললে সাথে সাথে টিপু-রুমার অংশটা যোগ করে দিই। হা হা হা।

- সরণ

১১.

বেলা,
সাইবার ক্যাফে থেকে মেইল করছি।
খুব সংক্ষেপে বলি - আমার একটা চাকরী হয়েছে।
যদিও খুব ভালো না। কিছু একটা করা হিসেবে ঠিক আছে।
সিটিসেল কল সেন্টারে। আপাতত: তিন মাসের কন্ট্রাক্ট। পরে এক্সটেন্ড হতে পারে।
ভালো থাকবেন।
- সরণ

হ্যালো!

ওয়াও! গ্রেট নিউজ! কনগ্র্যাচুলেশন! শুনে খুব ভালো লাগছে। আমার এক কাজিনও বাংলালিংকের কল সেন্টারে কাজ করতো। পরে জিপির মার্কেটিংয়ে সুইচ করেছে। একটা কোম্পানীতে জয়েন করলে পরে সুইচ করতে সুবিধা হয়। আমার বিশ্বাস - আপনিও খুব ভালো পজিশন নিয়ে কোথাও সেটেল হয়ে যাবেন। বেস্ট অফ লাক।

এই মুহুর্তে আরেকটি কথা মনে পড়ছে। আমার ফোন নম্বর জানা থাকলে -আপনি আজ ফোন করে বলতে পারতেন - "চাকরীটা আমি পেয়ে গেছি বেলা শুনছো? হ্যালো এটা কী টু ফোর ফোর ওয়ান ওয়ান থ্রি নাইন?" হি হি। আপনার খেয়াল আছে - একদম প্রথমবার আপনি আমাকে ইয়াহুতে নক করে জিজ্ঞেস করেছিলেন – "এটা কী টু ফোর ফোর ওয়ান ওয়ান থ্রি নাইন?" লোল।

এনিওয়ে - পার্টিটা জমা থাকলো। বেতন পেলে কোথায় খাওয়াবেন জানাবেন। আমাদের দেখা হয়ে যেতেও পারে!

টেক কেয়ার অ্যান্ড থ্যাংকস ফর দ্য গুড নিউজ!

< বেলা >

বেলা:

আপনার মেইল পেলাম।

গতকাল অফিসে জয়েন করেছি।

ফার্স্টি উইক ট্রেনিং।

কাস্টমারের সাথে কীভাবে কীভাবে কথা বলতে হবে - এইসব।

মনে হচ্ছে আমার যাবতীয় পড়ালেখা বৃথা।

এ চাকরী করার জন্য ১২০ ক্রেডিটের অর্নাস আর ৪৮ ক্রেডিটের মার্স্টার্স করা লাগে কিনা জানি না।

মনে হচ্ছে - সাধারণ মানের কমনসেন্সের কেউ এ চাকরী করতে পারবে।

তবুও কত্তো ক্যান্ডিডেট!

হা হা হা।

আপনাকে বেলা বোস বানিয়ে গানটা গাওয়া যেতো, কিন্তু পরের লাইনগুলো বড় বেখাপ্পা হয়ে যায়। কাউকে লাল-নীল সংসারের স্বপ্ন দেখানোর দিন এখনো আসেনি!

ভালো থাকবেন।

মেইল করবেন।

- সরণ

হাই,

কেমন লাগছে চাকরী জীবন? প্রফেশনাল লাইফের মজা নাকি অন্য রকম। আপনার অনুভূতি কি? কলিগরা কেমন? আপনার পরিচিত কেউ আছে? আমার সেমিস্টার শুরু হবে আরো দু'সপ্তাহ পর। এই ফাঁকে নানুবাড়ী থেকে ঘুরে আসবো। অনেকদিন ওদিকে যাওয়া হয় না। এবার আম্মুও যাবে। মফস্বলে নাকি খুব শীত পড়েছে। শীতে গেলে একটা সমস্যা - পুকুরে নামা যায় না। হি হি হি। আপনি যত কুইকলি পারেন মেইল করবেন। কুইক।

অঞ্জনের গানের পরের লাইনগুলো আমাকে বলে দেখতে পারতেন। পজিটিভ না হোক নেগেটিভ কিছু তো অন্তত: বলতাম। লোল! রিপ্লাই শোনার সাহস আছে? টেক কেয়ার!

< বেলা >

হাই,

কী ব্যাপার ! খুব বিজি নাকি আমাকে ভুলে গেলেন? কোন খবর নাই!!! চ্যাটে কথা হচ্ছে না, মেইলও নেই! খারাপ কিছু ঘটেনি তো? আমি নানু বাড়ী থেকে ঘুরে এলাম গত সপ্তায়। খুব মজা করেছি।

ভেবেছিলাম - ঢাকা ফিরে দেখবো আপনার অনেকগুলো মেইল জমে আছে ইনবক্সে। খুব হতাশ হলাম, আপনার কোন মেইল নাই। তাড়াতাড়ি মেইল করেন, নাইলে সিটিসেল অফিসে হানা দিবো।

হি হি হি।

গুড লাক!

< বেলা >

১২.

বেলা:

কেমন আছেন? কি করছেন?

ভীষণ স্যরি। অনেকদিন আপনাকে মেইল চেক করিনি।

আসলে মেইল চেক করার দরকার হয় নি।

অফিসের মেইলগুলো অফিসের লোটাসে চেক করি।

আর অফিস থেকে একটা মোবাইল ফোন দিয়েছে, ওটা দিয়ে বন্ধুদের সাথে প্রায়ই কথা হয় অনেকক্ষণ!

এর মাঝে ঈদ পার হয়ে গেল।

কী করলেন ঈদে?

মেইলবক্সে দেখছি - আপনার পাঠানো ঈদ কার্ড পড়ে আছে।

খুলতেই সংশয় লাগছে।

আপনি নিয়মিত মেইল করছেন, আর আমি রিপ্লাই করছি অনিয়মিত।

আগের এক মেইলের প্রেক্ষিতে বলি - আপনাকে বেলা বোস বানানোর সাহস নেই। সবার সব সাহস থাকে না, থাকা উচিতও না।

এই তো বেশ ভালোই আছি, নিজের গন্ডির মাঝে, দিন কেটে যাচ্ছে।

কী বলেন?

- সরণ

বেলা:

সপ্তাহ দুয়েক পার হলো আপনার কোন খবর নেই।

আপনার মেইলের আশায় প্রতিদিন মেইল চেক করি।

মেইল আসে না।

জাংক মেইল বক্সেও ভালো করে নজর দিই।

ওখানেও নেই।

আপনি কী খুব ব্যস্ত?

নাকি আমার উপর রাগ করলেন?

অসামাজিক মানুষের উপর রাগ করতে হয় নাকি? হা হা হা।

আমার অফিস চলছে ঠিকমতো।

ব্যাড লাক। আমাকে পার্মানেন্ট করেনি। আমার ব্যাচের চারজন হয়েছে।

ওদের ভালো লিংক ছিল। এটা ওপেন সিক্রেট।

আই হেট দিস কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড।

আমার এক ফ্রেন্ড ব্যাংকে জব করে।

সকাল নয়টা থেকে রাত নয়টা অফিস করে।

ওখানেও নেপোটিজম।

আরো কিছু নোংরা ব্যাপার আছে, আপনার সাথে পরে অন্য সময় শেয়ার করবো।

এবার রাগ অভিমান শেষ করে উঠুন।

কী-বোর্ডে গটাগট আঙুল চালিয়ে লিখে ফেলুন দিন যাপনের গল্প।

একটা জোকস বলে আজ শেষ করি, সর্দারজী সিরিজের

"সর্দারজী লাইব্রেরীতে বই ফেরত দিয়ে গিয়ে ভীষণ মন খারাপ করে ম্যানেজারকে বললো

- ম্যানেজার সাহেব, এই সপ্তায় ভালো একটা বই দেন। গত সপ্তায় কী একটা বই দিলেন, পড়ে কোন মজা পেলাম না। খালি অনেকগুলো মানুষের নাম আর পাশে কতগুলো নাম্বার। কোন কাহিনী নেই, ডায়ালগ নেই। বোরিং - - -।
ম্যানেজার বিরক্ত হয়ে বলে - ধুর মিয়া, আপনিই তাহলে আমার ফোনবুকটা নিয়েছিলেন! পুরা সপ্তাহ আমি ফোনবুক খুঁজে অস্থির হয়ে গেলাম।"

খুব জমলো না মনে হয়, কী বলেন? হা হা হা।
- সরণ

হ্যালো:
আপনার মেইল পড়ে আমি হাসতে হাসতে খুন। আমি এখন ভার্সিটির ল্যাব থেকে মেইল করছি। আমার হাসি দেখে পাশ থেকে সবাই আমাক দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকাচ্ছে। হি হি হি। র্সদারজীর জোকসগুলো আসলেই ফানি। একবার চেইন মেইলে এরকম অনেকগুলো পেয়েছিলাম। একটা ছিল এরকম -
"র্সদারজীর ছেলে ঈশ্বরের কাছে প্রাঁথণা করছে - হে ঈশ্বর, তুমি লন্ডনকে আমেরিকার রাজধানী বানিয়ে দিও, প্লিজ, বানিয়ে দিও।
র্সদারজী শুনে জিজ্ঞেস করে - এই গাধা, লন্ডন কেন আমেরিকার রাজধানী হবে?
ছেলে বলে - বাবা, আমি আজ পরীক্ষার খাতায় ওটাই লিখে এসেছি। এখন ঈশ্বর ছাড়া উপায় নাই।"
নাহ, আমারটা তেমন মজার না, আপনারটা জোশ ছিল।
ঈদে তেমন কিছু করিনি। কয়েক সপ্তাহ পর কোরবানীর ঈদ। আচ্ছা আপনি কী ঈদ ঢাকায় করেন? নাকি দেশে যান? স্রেফ জানার ইচ্ছে, অন্য কিছু না।
আপনার মেইলে জোকস পড়ে একটা কথা মনে পড়লো। সাপ্তাহিক যায়যায়দিনের শেষে দিনের পর দিন কলাম থাকে, শফিক রেহমান লিখতো। ওখানে মঈণ-মিলা ফোনে রাজনীতি নিয়ে আলাপ করতো। মঈণ প্রায়ই শেষে জোকস বলতো। খুব ফানি ছিল। যায়যায়দিনের বিশেষ সংখ্যাগুলোয় বাজে বাজে গল্প ছাপায়। আমার ছোট ভাই, ক্লাস সেভেনে পড়ে, ও দেখি খুব আগ্রহ নিয়ে যায়যায়দিনের বিশেষ সংখ্যা পড়ে। আম্মু তাই বাসায় যায়যায়দিন রাখা বন্ধ করে দিয়েছে।
আমার এই সেমিস্টারের র্কোসগুলো কঠিন। খুব চাপ যাচ্ছে। আপনি রিপ্লাই করলে তবেই মেইল করবো। নয়তো, এরকম চুপ হয়ে থাকবো, রিপ্লাই করবো না।
থ্রেট দিলাম এবার!
লোল!
গুড বাই
< বেলা >

বেলা:
ভীষণ ভয় পেলাম।
আমি রিপ্লাই না করলে আপনি আর লিখবেন না?
সর্বনাশ।
এই যে আজই রিপ্লাই করছি।
ধমকে কাজ হয়েছে। হা হা হা।
আপনার মেইল পেয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে।
মেইল বক্স চেক করতে বসলে মনে আশা থাকে আপনার মেইল পাবো।
আশাটা নষ্ট করতে চাইছি না।
নাহ! মঈণের মতো জোকসও বলতে পারবো না।
শফিক রেহমানের মতো রোমান্টিক মন আমার নেই।
অনেস্টলি স্পীকিং, লোকটাকে আমার কাছে ক্লাউন ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না।
আর যায়যায়দিনের বিশেষ সংখ্যাগুলো নাকি আগামী শতকে বাংলাদেশের সমাজ বিজ্ঞানীদের নিরীক্ষার বিষয় হবে। ওখান থেকে মানুষ জানবে - একুশ শতকে বাংলাদেশের মানুষের জীবন কেমন ছিল। হা হা হা। এ কথাটা কিন্তু আমার না, শফিক রেহমান বিশেষ সম্পাদকীয় লিখে ওটা বলেছিল।

কিন্তু ইদানিং একটা কথা খুব মনে হয়।
বুদ্ধদেব গুহের 'সবিনয় নিবেদন' পড়েছেন?
ওখানে এরকম - বন বিভাগে চাকরী করা রাজর্ষি বসুর সাথে ঋতু রায়ের হঠাৎ দেখা হয় এক ঝলক। তারপর চিঠির মাধ্যমে জানা শোনা। অনেকগুলো চমৎকার চমৎকার চিঠি লিখে শেষে দেখা হয়। বইয়ের শেষ অংশটা দূর্দান্ত। অসাধারণ শৈল্পিক বর্ণনা আছে। আপনি পড়েছেন?
ইদানিং আপনাকে ঋতু রায় আর নিজেকে রাজর্ষি বসু ভাবতে শুরু করেছি। হা হা হা।
শুভকামনা,
- সরণ

১৩.

হ্যালো মিস্টার রাজর্ষি:

কেমন আছেন? কেমন কাটছে দিনকাল? 'সবিনয় নিবেদন' পড়িনি। তবে অডিও শুনেছি। কী নাম যেন - মফিদুল ইসলাম আর শান্তা শ্রাবন্তীর অ্যালবাম মনে হয়। সবিনয় নিবেদনের মনে রাখার ব্যাপার হচ্ছে - সম্বোধনগুলো; অপরিচেতষু, সুজনেষু এরকম আরো দারুণ দারুণ কিছু শব্দ। বুদ্ধদেব গুহের 'মাধুকরী' নাকি খুব আলোচিত উপন্যাস। আপনি পড়েছেন? আমি একবার পড়া শুরু করেছিলাম, কঠিন মনে হয়েছে। তাই আর আগ্রহ পাইনি। বুদ্ধদেব শিকারী মানুষ। খালি বন জঙ্গল আর পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়। উপন্যাসগুলোও সেরকম। আচ্ছা, আপনাকে রাজর্ষি বললাম বলে রাগ করলেন না তো? রাগ করলে কিছু করার নেই, আমি ঋতু রায় না। আমি বেলা, আপনি বড়জোর বেলা বোস বলতে পারেন। অতটুকু অধিকার আপনাকে দিলাম। হি: হি: হি:।

ভালো চাকরী হলো, এবার ভালো দেখে একটা বৌ জোগাড় করে ফেলেন। সংসার শুরু করেন। আপনার পছন্দ কেমন জানি না। কোন ক্যাটাগরীর মেয়ে পছন্দ করেন জানাবেন, দেখি ঘটক পাখী ভাইয়ের কাজটা করতে পারি কি-না। লোল।

টেক কেয়ার!

< বেলা >

ঘটক পাখি বেগম:

আপনার মেইল পেয়ে আমি যারপরনাই আনন্দিত।

আমার বিবাহের প্রজেক্ট হাতে নেয়ার যে প্রস্তাব আপনি পেশ করিয়াছেন উহাতে আমি খুশি।

কিন্তু, এই লাইনে আপনার অভিজ্ঞতা কতদিনের উহা জানার আগ্রহ ছিল।

হা হা হা।

না ম্যাডাম। আপনাকে আমার জন্য পাত্রী খোঁজার গুরু দায়িত্ব দিবো না।

কোনদিকে আবার কী অঘটন ঘটিয়ে ফেলবেন, ঠিক নেই।

আপনি লিখেছেন - 'বৌ জোগাড়' করতে। সব্বনাশ! কার বৌ ভাগিয়ে আনবো?

শেষে র‍্যাবের হাতে ক্রসফায়ারে যেতে হবে।

সবিনয় নিবেদন অডিও শুনেছেন? তাহলে আসল মজা আপনি পাননি।

চিঠি পড়তে হয়, শুনতে হয় না। শুনতে হয় নাটক।

সবিনয় নিবেদন অডিও শুনলে আপনি অন্তত: দুটো জিনিস মিস করেছেন - ১) হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে ২) কুমির।
আমি ডিটেইল বলবো না, আপনি নিজে পড়ে নিবেন।
তারপর জানাবেন - অডিও শুনে কতটা মিস করেছেন।
হুমম, মাধুকরী খুব আলোচিত উপন্যাস।
খানিকটা ধৈর্য্য ধরে পড়তে হয়।
মানবিক সম্পর্কের হিসাব-নিকাশ দারুণভাবে বুদ্ধদেবের লেখায় উঠে আসে।
বাই দ্য ওয়ে, বুদ্ধদেব নিজে কিন্তু চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট।
নাহ, আমার রাজর্ষি হওয়ার কিংবা আপনাকে ঋতু রায় ভাবার কোন অপশন দেখছি না।
আপনার হাই, হ্যালো দিয়ে শুরু করা, শেষে গিয়ে স্পেশাল ব্র্যাকেটে বেলা লেখাটাই থাক।
অফিসে ইদানিং কাজের চাপ, মাঝে ওভারটাইম করছি রাতে।
আপনি ভালো থাকবেন।
- সরণ

হাই,
দারুণ একটা জিনিস খেয়াল করেছেন। আমি মেইলে আপনাকে সম্বোধন করি হাই/হ্যালো। শেষে বেলা থাকে ব্র্যাকেটে। আর আপনি শুরুতে বেলা লিখে কোলন চিহ্ন দেন, শেষে একটা হাইপেন দিয়ে সরণ লিখেন। হি হি:। এটাই থাক। আমাদের প্যাটেন্ট স্টাইল।
আরো একটা ব্যাপার আছে। আমি মেইল লিখি প্যারাগ্রাফ স্টাইলে। আর আপনি প্রায় প্রতি লাইন লিখেই এন্টার দেন। ফলে যেটা হয় - আমার মেইলগুলো দেখতে ছোট লাগে, আর আপনার মেইলগুলো বড় দেখায়। এটা হলো - ফাঁকিবাজ ছাত্রদের লেখার স্টাইল। আমি নিশ্চিত - আপনি ফাঁকিবাজ ছাত্র ছিলেন। মেইলে প্রমাণ পাচ্ছি।
আপনার মেইল পড়ে 'সবিনয় নিবেদন' পড়ার লোভ হচ্ছে। দেখি, খুব কুইকলি পড়ে ফেলবো। আপনার বিয়ের প্রজেক্ট যখন হাতে পেলাম না তখন অনেকটা সময় হাতে থাকলোই, ভালো কিছু বই পড়েই কাটাই। লোল।
ভেবেছিলাম, অনেক বড় মেইল লিখবো আজ, কিন্তু এখন আর লিখতে ইচ্ছে করছে না। ঘুম পাচ্ছে। রাত দু'টা বাজে। আপনি কী এখন অফিসে ওভারটাইম করছেন?
আপনার মেইলের অপেক্ষায়।
< বেলা >

বেলা:
আপনার মেইল পেলাম এক্ষুণি।
বলা যায় - মধ্যরাতের ডাকপিওনের হাত ধরে আপনার মেইল আসলো।
ঠিক ধরেছেন - আমি এখন অফিসে। রাত এখন আড়াইটা।
আপনার মেইলটা দু'বার পড়েই রিপ্লাই করছি।
খুব মজা পেলাম। আমি মেইল লেখার এত্তো ব্যাপার খেয়াল করিনি।
ঠিক ধরেছেন - আমি আসলেই ফাঁকিবাজ ছাত্র।
অল্প পড়ে কীভাবে পাশ করা যায় ওটা মাথায় ঘুরতো সারাক্ষণ।
অফিসে এসেও ফাঁকি দিচ্ছি। রাতের বেলা কল সেন্টারে তেমন ব্যস্ততা থাকে না।
আমি ইমদাদুল হক মিলনের 'যাবজ্জীবন' পড়ছি। দারুণ উপন্যাস।
আমার পাশের কলিগ - লো ভলিউমে গান শুনছে। হাবিবের - 'এসো তবে বৃষ্টি নামাই'।
আর কী লিখবো বুঝতে পারছি না।
অনেকদিন পর একটা জোকস বলি আজ-
"ক্লাস ওয়ান পড়ুয়া মেয়ে তার বাবাকে বলছে - 'আব্বু, বলতো - আপু কী অন্ধকারে দেখতে পায়?'
বাবা তো অবাক - 'কেনো মা মণি, এ কথা কেন বলছো?'
- না মানে গতকাল যখন কারেন্ট চলে গেল, আপু তখন টিউটর স্যারকে বললো - স্যার শেভ করেন না কেনো? খোঁচা খোঁচা লাগে।"
হা হা হা।
অযুত নিযুত শুভকামনা।
- সরণ

হ্যালো,
নিশ্চয়ই ভালো আছেন। 'সবিনয় নিবেদন' পড়লাম গত সপ্তায়। 'মাস্তারমশাই আর কুমির' পড়ে হাসতে হাসতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। বই পড়ে আরো অনেক কিছু জানলাম, যেগুলো অডিও অ্যালবামে ছিল না।
বুদ্ধদেব একটা ফাজিল লেখক। আপনি আরও বড় ফাজিল। শুধু ফাজিল না, ফাজিলের দাদা-নানা; এটা কী জোকস পাঠিয়েছেন? অসভ্য জোকস।
আর বুদ্ধদেবকে ফাজিল কেনো বললাম - সেটা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। হি হি হি:।
যেমন লেখক, তেমনি তার ভক্ত পাঠক। লোল।
বেস্ট অফ লাক ফর ইউ!
< বেলা >

১৪.

গত সপ্তাহ পুরোটাই মারাত্মক ঝামেলা গেছে। ঝামেলার সাথে সাথে মজাও হয়েছে প্রচুর। শীলার বিয়ে হয়ে গেল রোমেলের সাথে। রোমেল ব্যাংকএশিয়ায় জয়েন করেছে, প্রোবেশনারী পিরিয়ড শেষ করে পার্মানেন্ট হয়েই মাথায় পাগড়ি। শীলাকেও অনেকটা শান্ত মনে হলো, আগের সেই অস্থিরতা নেই। রোমেলের সাথে পরিচয় হবার পর পাল্টে গেছে অনেক কিছু। গায়ে হলুদ, বিয়ে, বৌভাত মিলিয়ে মোটামুটি ফেসটিভ-উইক গেলো। বেলা ভেবেছিল এই সপ্তায় সরণের অন্তত: দুটো মেইল জমা হবে। ইয়াহু-জিমেইল চেক করে দেখে কোন নতুন মেইল নেই। খানিকটা মন খারাপ হয়। সরণের মেইল না পেয়ে মন খারাপ করার কোন কারণ বেলা খুঁজে পায় না, মনে হয় এ এক নিছক ছেলেমানুষী। ইন্টারনেট এন্টিটির কাছে অহেতুক প্রত্যাশা। এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখা যায় - সরণ জিমেইলে অনলাইন। বেলা নক করে না। একটু পর সরণ নিজেই নক করে

সরণ: হাই

বেলা: নাই

সরণ: হ্যালো

বেলা: গেলো

সরণ: মানে

বেলা: জানে

সরণ: হাই বেলা

বেলা: কোথায় গেলা

সরণ: মানে?

বেলা: জানে

সরণ: এসব কি?

বেলা: যেসব ছি:!

সরণ: মহা জ্বালা দেখছি

বেলা: মহা জ্বালা শিখছি

সরণ: হা হা

বেলা: হি হি

সরণ:?

বেলা: ??

সরণ:???

বেলা: ????

সরণ:!

বেলা: !!

সরণ: মন খারাপ?

বেলা: কালো সাপ

সরণ: বুঝলাম না

বেলা: লিখলাম না

সরণ: আর ইউ ম্যাড

বেলা: ভেরী ভেরী ব্যাড

সরণ: আই অ্যাম স্যাড

বেলা: ইউ আর ড্যাড

সরণ: কার?

বেলা: যার তার?

সরণ: যার কার?

বেলা: তার তার।

সরণ: আপনার মাথার তার ছেড়া

বেলা: আপনি একটা সাদা ভেড়া

সরণ: অনেক হলো, এবার থামেন

বেলা: থামেন? ক্যান ক্যান?

সরণ: হাই আর ইউ বেলা

বেলা: কেমন এই খেলা?

সরণ: ওকে আপনি খেলেন, আমি যাই।

বেলা: হিহ হি: হি হি হি হি:

সরণ: হাসির কী হলো?

বেলা: হি হি হি হি:

সরণ: আপনি বেলা?

বেলা: সন্দেহ হয় নাকি?

সরণ: এতোক্ষণ এরকম করলেন কেন?

বেলা: মজা করলাম

সরণ: মজা শেষ হয়েছে?

বেলা: না হয়নি।

সরণ: আপনি আসলেই বেলা?

বেলা: হুম, তো কে?

সরণ: আমি ভাবছিলাম - অন্য কেউ আপনার পাসওয়ার্ড হ্যাক করে আমার সাথে মজা করছে।

বেলা: হি হি হি

সরণ: আসলেই

বেলা: আমার পাসওয়ার্ড আর কেউ জানে না

সরণ: ওকে

বেলা: কেমন আছেন?

সরণ: আমি ভালো, আপনার খবর কি?

বেলা: খুব টার্য়াড। শীলার বিয়ে হয়ে গেল গতকাল, আজ বৌভাত ছিল।

সরণ: শীলা কে?

বেলা: আপনি ভুলে গেছেন? আমার ফ্রেন্ড---

সরণ: ওহ, মনে পড়েছে। বাংলা সিনেমার ফ্যান।

বেলা: হুমম

সরণ: আপনার বিয়ে কবে?

বেলা: আমাকে কে বিয়ে করবে?

সরণ: কেন?

বেলা: জানি না।

সরণ: ওকে

বেলা: আপনার বিয়ে কবে?

সরণ: আগামী কয়েক বছরের মধ্যে

বেলা: কাকে বিয়ে করবেন?

সরণ: একটা মেয়েকে

বেলা: মেয়েটা কে?

সরণ: জানি না

বেলা: কেমন মেয়ে পছন্দ করেন?

সরণ: কঠিন প্রশ্ন

বেলা: র্ফসা না কালো?

সরণ: র্ফশা। একটু শ্যামলা হলে সমস্যা নেই।

বেলা: লম্বা না খাটো?

সরণ: স্ট্যার্ন্ডাড।

বেলা: মোটা না চিকন?

সরণ: মিডিয়াম

বেলা: পড়ালেখা?

সরণ: গ্র্যাজুয়েট

বেলা: কোন স্পেসিফিক এরিয়ার মেয়ে ?

সরণ: নাহ, তেমন কিছু না

বেলা: মেয়ের ফ্যামিলির টাকা পয়সা কেমন থাকতে হবে
সরণ: খুব বড়লোক দরকার নেই, মোটামুটি স্বচ্ছল হলেই হবে
বেলা: কেমন স্বচ্ছল?
সরণ: এটা পারস্পরিক সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার বিষয়।
বেলা: ওকে
সরণ: হাতে অমন মেয়ে আছে নাকি?
বেলা: আছে, বিয়ে করবেন?
সরণ: সব মিলে গেছে?
বেলা: হ্যাঁ সব মিলে গেছে।
সরণ: গ্রেট!!! মেয়ের নাম কী?
বেলা: শুনবেন?
সরণ: হ্যাঁ বলেন।
বেলা: এক্ষুণি?
সরণ: হুমম, কুইক বলেন
বেলা: বেলা
সরণ: মানে?
বেলা: হুমম, বেলা
সরণ: আপনি ???
বেলা: কেনো? কোন সমস্যা?
সরণ: আপনাকে তো বিয়ে করা যাবে না!
বেলা: কেনো?
সরণ: জানি না
বেলা: সমস্যা কী?
সরণ: আমি জানি না
বেলা: আপনি কী কোন কারণে আমার উপর বিরক্ত?
সরণ: না
বেলা: তবে আমাকে বিয়ে করতে সমস্যা কী?
সরণ: অনলাইনে অদেখা মানুষ নিয়ে এরকম ফ্যান্টাসী মানায় না
বেলা: হি হি হি হি
সরণ: হাসছেন কেনো?
বেলা: হিহি হিহি হিহ
সরণ: কী হলো?
বেলা: আমি আসলে বেলা না
সরণ: মানে?

বেলা: আপনার সাথে মজা করলাম
সরণ: আপনি কে?
বেলা: আমি বেলার বান্ধবী শীলা ☺
সরণ: মানে?
বেলা: হুমম, আমি বেলার বাসায়। ইন্টারনেটে লগইন করে দেখলাম জিমেইল ওপেন, আপনি আছেন, তাই মজা করলাম।
সরণ: ওকে বাই।
বেলা: আই অ্যাম স্যরি
সরণ: ওকে
বেলা: প্লিজ বেলাকে কিছু বলবেন না, ও রাগ করবে
সরণ: বাই
বেলা: আপনি কী রাগ করলেন
সরণ: গুড নাইট।

সরণ লগ আউট করার পর বেলার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। কেন জানি হু হু করা কান্না নেমে আসে গলায়। বেলার কোন আচরণ কী খারাপ ছিল যে সরণ ওভাবে সরাসরি না বলে দিলো! ভাগ্যিস চালাকী করে শীলা পরিচয় দিয়ে সিচুয়েশন ট্যাকল দেয়া গেছে! তবুও নিজেকে খুব ছোট মনে হয়। রাত প্রায় দেড়টা বাজে। রুমের লাইট নিভিয়ে জানালা দিয়ে নিচে তাকায় বেলা। স্ট্রীট লাইটের আলোয় কয়েকটি কুকুর কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। পাশ দিয়ে টুংটাং বেল বাজিয়ে ক্লান্ত শরীরে রিক্সা ঘরে ফিরছে। দূরে একটি বিল্ডিংয়ে লাইট জ্বলছে এখনো, সম্ভবত: ইকবাল সেন্টার অথবা এবিসি টাওয়ার। বেলার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে। কানের কাছে কে যেন বারবার বলে চলেছে - 'অনলাইনে অদেখা মানুষ নিয়ে এরকম ফ্যান্টাসী মানায় না'।
আসলেই?

১৫.

ধানমন্ডির রবীন্দ্র সরোবরে ওপেন এয়ার কনসার্ট। বাংলালিংকের স্পন্সরশিপ। ভীড়ে গিজগিজ অবস্থা। খানিকটা দূরে দাড়িয়ে সরণ ভাবছিল কোথায় বসা যায়। শিবলী-সাব্বিরদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মোবাইলে কল করলেও রিসিভ করছে না। সরণ এসএমএস দিয়ে রাখে। একবার ভাবে - বাসায় চলে গেলে কেমন হয়? এরকম জনসমাগমে একা একা ভালো লাগে না, অস্বস্তি লাগে। সরণের মনে হয় - এখানে শুধু সে-ই একা এসেছে, আশেপাশে আর কেউ একা নেই। তারুণ্যের হৈ-চৈ। উচ্ছল ছেলে-মেয়েদের দল। প্রেমিকা ধরে আছে প্রেমিকের হাত। প্রেমিকের গায়ে পাঞ্জাবী, স্কাই ব্লু জিন্স, প্রেমিকার সাদা শাড়ীতে লাল পাড়। মুহুর্তে মনে হয় - এ হৃদকম্পণের শহর হঠাৎ উৎসবের নগরী হয়ে গেছে। এক তরুণী অনভ্যস্ত হাতে শাড়ী গুছাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। বাংলালিংকের কালো-হলুদ ফ্যাটি পরা তরুণদল স্টেজের কাছাকাছি ভীড় করছে। সরণ হেঁটে হেঁটে স্টেজের বাম পাশে যায়, দেখা হয় - কলেজ ফ্রেন্ড ফুয়াদের সাথে। ফুয়াদ চিৎকার দেয়, 'কীরে সরণ, কী খবর? শুনলাম তুই নাকি সিটিসেলের বিগ বস'!

সরণ উড়িয়ে দেয় - 'ধুর, কীসের বস? কামলা খাটা চাকরী।'

ফুয়াদ শার্টের হাতা গুটায় - 'আররে, ব্যাপার না। তো একা আসছোস, নাকি গার্লফ্রেন্ড আছে?'

- 'না দোস্ত। হইলো কই আর?' সরণ হাসি দেয়।

- তাইলে আর আমাদের সাথে আয়, এদিকেই থাক।

স্টেজে তখন রিজওয়ান গান গাইছে। পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো - রিজওয়ান নাকি এটিএন তারকা। ট্যালেন্ট হান্টিং প্রজেক্টে ক্লোজ আপ ওয়ান হিট। এটিএনের প্রোগ্রামগুলো দেখা হয়নি। তবে রিজওয়ানের গান শুনে সরণের মনে হচ্ছে - দারুণ গায়কী ঢং, গলাও চমৎকার। হাল্কা-পাতলা শরীর নিয়ে কাঁধ নাচিয়ে গাইছে - 'ছোট্ট এ জীবনে, সূর্য্যের কিরণে, ঘাসের বুকে থেকে, তোমাকে দেখে দেখে, শিশিরের মতো হারাতে চাই না। ধিনাক ধিনাক ধিন, ধিনাক ধিনাক ধিন, ধিন ধিন ধা-না'। সামনের প্রান চঞ্চল তরুণ দল গানের তালে তালে হাত নাড়িয়ে চলেছে। সুমন চট্টোপাধ্যায় নাকি এক ইন্টারভিউতে বলেছিল - 'তোমাকে চাই' গানের সাথে মিশে তরুণ তরুণী মাথা দোলাতে পারে, এটা কেবল বাংলাদেশেই সম্ভব। সরণের কেন জানি হঠাৎ ভালো লেগে উঠে। সেটা রিজওয়ানের গানে নাকি সামনের উল্লাসে, তা ঠিক বুঝতে পারে না। বেলার কথা মনে পড়ে। মনে হয় - এ ভীড়ে কোথাও বেলা আছে হয়তো। ইদানিং এমন হচ্ছে - বেলার কাছে মেইলে কী লেখা যায় ওটার ড্রাফট মনের ভেতর চলতে থাকে। ট্রাফিক জ্যামের বিরক্তিকর সময়গুলো বেলার মেইলের কথা ভেবে অনায়াসে কেটে যায়। ভীড় বেড়েছে অনেক। হাবিব ওয়াহিদ যখন স্টেজে আসে তখন সন্ধ্যা নামছে। হাবিবের গান এখন ক্রেজ। চলনে বলনে কেউ কেউ

হাবিবের ডুপ্লিকেট - হাফ ফরাসী দাড়ি, স্পাইক হেয়ার কাট, শার্টের উপরে টি-শার্ট - - -। সরণ অপেক্ষায় ছিল কখন 'অচিন দেশের মাঝি ভাইরে' গাইবে হাবিব। অথচ গাইলো না। হয়তো এমন কনসার্টে ঐরকম গানের পাবলিক ডিমান্ড নেই। বরং খানিকটা সুর পাল্টিয়ে 'কৃষ্ণ' গাইলো দুইবার, প্লাগড-আনপ্লাগড।

রাতে বাসায় ফিরে মনে হয় আজ কী যেন একটা জরুরী কাজ করা হলো না। গত ক'দিন ধরে কাজটা মাথার ভেতর বারবার টোকা দিচ্ছিলো, অথচ আজ মনে পড়ছে না। মন আর মাথার সংঘর্ষের সময়টুকুয় সরণ কম্পিউটার অন করে। জিমেইল ইনবক্সে নতুন মেইল -

হাই,
খুব ব্যস্ত নাকি? অনেকদিন মেইল পাই না আপনার!
< বেলা >

আচমকা সরণের মাথাটা শীতল হয়ে আসে। আগামীকাল ২৬ তারিখ। বেলার বার্থ ডে। বেলাকে মেইল করতে হবে। ক্লিক কম্পোজ।

বেলা:
শুভ জন্মদিন!
হ্যাপি বার্থ ডে!!
অফুরান শুভকামনা!!!
কত দ্রুত সময় কেটে যায়।
মনে হচ্ছে - এই তো সেদিন মেমরী টেস্ট খেলতে খেলতে আপনাকে শুভ জন্মদিন বললাম।
এক বছর পার হয়ে গেলো!
আমাদের জীবন বুঝি এভাবেই ফুরিয়ে যায়।
আজ বাংলালিংকের কনসার্টে গিয়েছিলাম।
হাবিবের গানের চেয়ে রিজওয়ানের গান ভালো লাগলো বেশী।
জানি না - কেন, বারবার মনে হচ্ছিল - আপনি ঐ কনসার্টে ছিলেন।
হা হা হা। আজব ভাবনা।
ইদানিং আপনার কথা ভেবে অনেক সময় কেটে যায়।
আপনার কথা মানে - আপনার মেইলের কথা; আমি কী লিখবো, আপনি কী লিখতে পারেন -এইসব।
এনিওয়ে, বেশী কিছু লিখছি না আর।
জন্মদিনে কী কী করলেন, জানিয়ে মেইল করবেন।
সময় করে মেইলের সাথে অ্যাটাচড অডিও ফাইলটা ডাউনলোড করবেন প্লিজ।

হয়তো শুনেছেন আগে, মাইলসের গান - 'তুমি এইদিনে পৃথিবীতে এসেছো, শুভেচ্ছা তোমায় - - -'।
আপনার জন্মদিনে আমার কথা মনে করে না হয় আরেকবার শুনলেন!
আবারও শুভকামনা!
- সরণ

হ্যালো,
কেমন আছেন? আপনার স্মৃতি শক্তির প্রশংসা করছি। আমাকে জন্মদিনে উইশ করেছেন মনে করে। মাইলসের গানটি শুনেছি। সংগ্রহে ছিল না। থ্যাংকস! খুব খুশী হয়েছি। জন্মদিনে তেমন কিছু করিনি। বাসায় ছিলাম। ফ্রেন্ডরা এসেছিল, খাওয়া দাওয়া করলাম। পরে সবাই মিলে ছবি দেখলাম - 'কাভি আল বিদা না কাহে না'। যতটা শুনেছিলাম ততটা ভালো লাগেনি।
হাবিবের কনসার্টে ছিলাম না। শুনেছি খুব জমেছিল নাকি! সরণ, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে - আপনার আর আমার দেখা হয়ে যাবে খুব শীঘ্রি। মাঝে মাঝে আমার সিক্সথ সেন্স প্রবল হয়ে উঠে। সিক্সথ সেন্সের উপর প্রবল আস্থা রেখেই বলি - আপনার সাথে আমার দেখা হয়ে যাবে!
টেক কেয়ার!
< বেলা >

১৬.

নাইট শিফটে কাজ করা ঝামেলা। দিনে না ঘুমালে রাত জাগা কষ্ট। বারবার কফি খেয়ে চোখ খোলা রাখতে হয়। ব্যস্ততা তেমন নেই। এর মাঝে সুপারভাইজর রায়হান ভাই চক্কর মেরে গেছে দু'বার। সরণ ভাবছে - ডিসেম্বরের মাঝে চাকরীটা পার্মানেন্ট হয়ে যাবে। রায়হান ভাই কয়দিন আগে হাল্কা পাতলা ইঙ্গিত দিয়েছে। সরণের ইচ্ছে ডির্পাটমেন্ট চেঞ্জ করবে। ইন্টারন্যাশনাল রোমিংয়ে কল করেছে। ওখানে হয়ে গেলে ভালো হয়। কল সেন্টারে আর ভালো লাগছে না। নানান লেভেলের লোক ফোন করে, কথা বুঝতে চায় না। তবুও মাথা ঠান্ডা রেখে কথা বলতে হয়। একটেল কাস্টমার সার্ভিসের ভয়ানক মহিলার গালাগালির অডিও ফাইল কাহিনী এখনো মানুষের স্মৃতি থেকে মুছেনি---! এসব ভাবার সময় কল আসে-
- সিটিসেল কল সেন্টার, সরণ স্পীকিং। মে আই হেল্প ইউ প্লিজ!
অন্যপাশ চুপচাপ।
সরণ আবার বলে - 'হ্যালো, মে আই হেল্প ইউ প্লিজ!'
- কে বলছেন?
- সরণ বলছি। ম্যাম, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর য়্যূ!

- আপনারা কী বাংলা বলেন না?

- জ্বী। বলি, অবশ্যই বলি। বলুন আপনার জন্য কী করতে পারি!

ওপাশের তরুণী/মহিলা খিটখিট করে হেসে উঠে। বলে

- আপনাদের নতুন প্যাকেজ কি?

- জ্বী, আমাদের 'সিটিসেল আলাপ' আছে।

- ওটা তো পুরনো, নতুন কী আছে?

- লেটেস্ট আছে, মাইসিটিসেল ১৫০০। এটায় আপনি একটি সিটিসেল নাম্বারে টুয়েন্টি ফোর আওর্য়াস ৭৯পয়সা মিনিট কথা বলতে পারবেন।

- আচ্ছা!

- জ্বী হ্যাঁ, অফপিকে আমাদের রেটই সবচে' কম।

- আপনাদের রেট কম?

- হ্যাঁ

- রেট কম কেনো?

- মানে?

- দাম কম হওয়া কী ভালো?

- কাস্টমারের জন্য তো ভালো। আচ্ছা ম্যাডাম, আপনি কী আর কোন স্পেসিফিক তথ্য জানতে চান?

- হুম, বলেন তো আপনাদের সীম অন্য সেটে ইউজ করা যায় না কেনো?

- ওকে, ম্যাডাম ব্যাপারটা আসলে টেকনিক্যাল। সিটিসেল চলে সিডিএমএ ট্যাকনোলজিতে, তাই জিএসএম সেট সার্পোট করে না।

- আপনাদের অফিসে ঘড়ি আছে?

- এক্সকিউজ মী!

- আপনার হাতে ঘড়ি আছে?

- অবশ্যই আছে! কেনো?

- সময় কতো এখন?

- ম্যাম, আপনি কী চাচ্ছিলেন ঠিক বুঝতে পারছি না।

- আপনার ঘড়িতে কটা বাজে?

- এখন, এখন ঠিক বারোটা বাজে।

- রাইট। হ্যাপি র্বাথ ডে টু ইউ!

সরণ চমকে উঠে।

- হ্যালো, আপনি কে বলছিলেন, প্লিজ!

ততক্ষণে ওপাশের লাইন কেটে গেছে।

সরণ ক্যালেন্ডার দেখে। আজ সাত সেপ্টেম্বর।

কিন্তু এ কলার কে?

পরিচিত কেউ? ক্লাসের বন্ধুদের কেউ?

সরণ কল লিস্ট চেক করে কম্পিউটারে। জিপি নাম্বার। সরণ কল করে সাথে সাথে।
রিং হয়। কিন্তু, কেউ রিসিভ করে না, লাইন কেটে দেয়।
কয়েকবার ট্রাই করার পর - 'দু:খিত, আপনার ডায়ালকৃত নাম্বারে এই মুহূর্তে সংযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না - - -'।
মোবাইল অফ।

আরো কিছুক্ষণ পর জিমেইল ওপেন করে দেখে বেশ কিছু মেইল এসে জমে আছে। কয়েকটি বার্থ ডে গ্রীটিংস! বেলার মেইল প্রথমে –

হ্যালো!
হ্যাপি বার্থ ডে!
কি খবর! আপনার জন্ম তারিখটা নোট করে রেখেছি, তাই মনে থাকলো এবারও।
নইলে আমার যে ভুলো মন! আমি মেইল না করলে আপনি রাগ করতেন নাকি? হি হি হি:।
আশা করছি - একটা ঝাক্কাস জন্মদিন পালন করবেন। অফিস থেকে ছুটি নিয়েছেন? নাকি বার্থ ডে -তেও কাজ করবেন?
আপনার জন্মদিনে একটা জিনিস চাইবো, দিবেন? সরণ, আমাদের কী দেখা হলে খুব বেশী সমস্যা কিছু ক্ষতি হবে? অনেকদিন মেইলে যোগাযোগ করছি। দেখা হলে আর সমস্যা কী? একটা ব্যাপার ভেবে মজা পাচ্ছি, এসব ক্ষেত্রে মেয়েরা দেখা করতে চায় না। ছেলেরা দেখা করার জন্য মুখিয়ে থাকে। আর আপনি হলেন ব্যতিক্রম। আমি অবশ্য এটাকে আপনার 'অসামাজিক' আচরণ হিসেবেই দেখছি। হি হি:। গতবারও আপনার জন্মদিনে আপনাকে অসামাজিক বলেছিলাম। মনে আছে?
যাক, দেখা করার ইচ্ছে আছে কিনা জানাবেন। আপনার সাথে আমার বোধ হয় কোন একবার কথা হয়ে গেছে। লোল।
আবারও শুভ জন্মদিন!
< বেলা >

বেলা:
বার্থ ডে উইশ করে মেইলের জন্য ধন্যবাদ।
ধরা বোধ হয় পড়েই গেলেন!
সাত সেপ্টেম্বরে রাত বারোটায় আপনি কল করেছিলেন?
অনেস্টলি বলুন, তবেই দেখা করবো!
ভালো থাকবেন।
- সরণ

হাই,

প্লিজ, রাগ করবেন না, প্লিজ!

আমি শ্রেফ মজা করার জন্য অমনটা করেছি। আপনার বার্থ ডে-তে খানিকটা সারপ্রাইজ দেয়ার ইচ্ছেও ছিল। এই যাহ! আমি অবশ্য আপনার 'ম্যাম/ম্যাডাম' শব্দগুলো শুনে খুব মজা পেয়েছি। ঐ মোবাইলটা আমার ছোট মামার। মামা দিনাজপুর থেকে ঢাকা বেড়াতে এসেছিলেন। আমার ফোন নম্বর আপনাকে দিবো না। লোল।

আমি সত্যি কথা বললাম, তবে এবার বলুন, কবে কোথায় দেখা হতে পারে! আমার বাসা বনানী। এ দিকটায় হলে ভালো হয়। সময় আর লোকেশন জানাবেন প্লিজ!

সি ইউ সুন!

< বেলা >

বেলা:

নেক্সট শনিবার ফ্রি আছেন? বিকেল চারটায় বুমার্সে চলে আসেন। নিউ ইর্য়কার ক্যাফের অপোজিটে। আপনার বাসা থেকে খুব দূরে হওয়ার কথা না। আমি অফিস থেকে সরাসরি পৌঁছে যাবো। আমার ফোন নাম্বারও আপনাকে দিবো না। বুমার্সে আমাকে আপনি চিনে নিবেন, পারবেন না? সিটিসেল অফিসে ফোন করে স্মার্টনেস দেখাতে পারেন, দেখি আমাকে চিনে নিতে পারেন কিনা!

- সরণ

১৭.

মাঝে মাঝে এরকম অযথা টেনশন ভর করে। মনে হচ্ছে - চাকরীর ইন্টারভিউ হবে একটু পর। সরণ বারবার ঘড়ি দেখে। চেয়ার থেকে উঠে বুমার্সের পেছনে কাঁচের জানালায় বাইরে তাকায়। ডাচ বাংলা ব্যাংকের অফিস দেখে মনে হচ্ছে গুছানো কোনো ডুপ্লেক্স বাড়ী। শনিবারে অনেক অফিস বন্ধ থাকে তাই রাস্তায় ভীড় নেই তেমন। গুলশান-মীরপুর রুটের রাইডার ছুটে যাচ্ছে, পেছনে ফুকফুক করে কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে। সরণ ক'দিন আগে বিবিসি-তে দেখছিল, বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণ নিয়ে বিশেষ রির্পোট।

সম্ভবত: নারায়ণগঞ্জ কিংবা গাজীপুরের ইটের ভাটার ভিডিও দেখাচ্ছিল। এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হয় পেছনে কে যেন দাড়িয়ে আছে। সরণ পাশ ফিরতেই

- এক্সকিউজ মী! আপনি সরণ?
- হ্যাঁ, আপনি - - -
- আমি বেলা।
- কেমন আছেন?
- এই তো ভালো। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন?
- না, খুব বেশী না। চলুন বসি ওখানে।

সরণ এগিয়ে যায়। ফুড কাউন্টারের দিকে মুখ করে বসে। মুখোমুখি বেলা।

দুজন কিছুক্ষণ চুপচাপ।

সরণ জিজ্ঞেস করে - 'তারপর'?

- 'তারপর মানে কী'? বেলা হেসে উঠে।
- তারপর মানে, তারপরের খবরাখবর কী?
- 'এই তো চলছে'। কপাল পেরিয়ে চোখের উপর পড়ে থাকা চুলগুলো সরিয়ে নেয় বেলা।
- আচ্ছা।
- আপনার কথা বলেন, কেমন যাচ্ছে সব কিছু - - -
- মেইলে যেমন লিখেছি, সেরকম। একটুও এদিক ওদিক নেই।

বেলা মুচকি হাসে।

- আচ্ছা, বেলা আপনি আমাকে চিনলেন কিভাবে?
- উঁহু, ওটা বলা যাবে না। সিক্রেট!
- আগে কোথাও দেখেছেন?
- নো! নেভার!!
- আপনি যেভাবে কনফিডেন্স নিয়ে কথা শুরু করলেন, আমি বেশ অবাক হয়েছিলাম।
- হি হি। আচ্ছা, আপনার চশমা কোথায়?
- চশমা?
- হুম, চশমা কোথায় আজ?
- আমি চশমা পরি আপনাকে কে বললো?
- ওহ! আপনি চশমা পরেন না?
- না। কখনোই পরিনি।
- স্যরি, আমার মনে আপনার যে ইমেজ ছিল, ওখানে ভেবেছিলাম - আপনি চশমা পরেন।
- ইন্টারেস্টিং!
- আমি কেমন? আপনার ভাবনার সাথে মিলে?
- আমি তো ভাবিনি কিছু!
- হোয়াট! অসামাজিক - - -

- পারফেক্ট! হা হা হা। কি খাবেন বলেন।
- না কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।
- একটা কিছু খাই। প্রথম দেখা হলো আজ! আইসক্রিম চলবে?
- ওকে।
- কোন ফ্লেভার লাইক করেন? স্ট্রবেরী নাকি ভ্যানিলা?
- ভ্যানিলা।
- ওকে, আপনি বসেন। আমি নিয়ে আসছি।

সরণ উঠে গিয়ে আইসক্রীম নিয়ে আসে।
তারপর এটা-ওটা কথা হয়। সরণের কেনো জানি তৃষ্ণা পেয়েছিল খুব। বেলার চেয়ে দ্রুতই আইসক্রীম খাওয়া শেষ। বেলা তখনো চামচ দিয়ে আইসক্রীমের কাপে খোঁচাখুচি করছে। সরণ জিজ্ঞেস করে- 'কী ! খেতে ভালো লাগছে না? '
বেলা হাত নাড়ে - 'না - না। আমি এমনিতেই কম খাই'।
সরণ হাসে - 'প্রাচীন শাস্ত্র কিন্তু অন্য কথা বলে'।
- 'কি বলে'? বেলার উৎসুক প্রশ্ন।
- প্রাচীন শাস্ত্র বলে - মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় আহারে চার গুণ, কলহে ছয় গুণ আর কামনায় আট গুণ বেশী?
- 'কী'? বেলা আঁতকে উঠে।
- হুমম।
- ধ্যুত! ওসব ফালতু কথা। তো, আপনি কী ইদানিং শাস্ত্র পড়া শুরু করেছেন?
- না না, ওটা একটা বইয়ে পড়লাম।
- কার? বুদ্ধদেব গুহের?
- হা হা। বুদ্ধদেবের না। আমাদের দেশেরই একজনের।
- ওহ! আমি তো ভাবলাম, বুদ্ধ বাবুব শিষ্য আবার ইদানিং নারী-পুরুষ তত্ত্ব শিখছে কিনা!
- আপনার মনে আতংক ঢুকে গেছে!
- আপনিই তো কাজটা সেরেছেন। এনিওয়ে, সিটিসেলে থাকবেন? নাকি কোথাও মুভ করবেন?
- দেখি, কী হয়। আপনার তো ফাইনাল সেমিস্টার চলছে?
- হুমম।
- 'আমার কাছে ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে'। সরণ প্রসংগ পাল্টায়।
- কোন ব্যাপার?
- এই যেমন, নেটে চ্যাট করে, মেইল করে আপনার সাথে দেখা হলো।
- হি হি, এটা কী জটিল কোন কিছু? এখন তো অনেকেই এরকম দেখা করে।
- আপনিও করেন নাকি?
- হোয়াট?

- না, মানে - আমিসহ কতো জনের সাথে এরকম দেখা করলেন?
- সরণ! আমি কিন্তু এক্ষুণি উঠে চলে যাবো। সিরিয়াসলি বলছি।
- আরেরে, আপনি দেখই ক্ষেপে গেছেন।
- গা জ্বালা কথা বললে ক্ষেপবো না?
- ওকে স্যরি! আর কী খাবেন বলেন।
- নাহ, আর কিছু খাবো না।
- 'আপনার বান্ধবীরা কিন্তু না খেয়ে বসে আছে।' সরণের ঠোঁটের কোণায় লুকানো হাসি।
- আমার বান্ধবী? কে? কোথায়?
- ‘কে’ না। বলেন কারা?
- মানে?
- ঐ যে আপনার পেছনে, দেখেন। বিলির্য়াড টেবিলের পাশে দুজন।
- হুমম, দেখছি। কিন্তু ওরা আমার বান্ধবী আপনাকে কে বললো?
- হা হা, আমাকে কেউ বলেনি। ব্যাপারটা ডিপেন্ড করবে আপনার উপর। আপনি স্বীকার করলে ওরা আপনার বান্ধবী, নয়তো না।
বেলা খানিকটা থতমত খায়। সরণের মুখে তখনো হাসিটা ঝুলে আছে।
বেলা হাত দিয়ে চোখ ঢাকে - 'আপনি দেখছি সাংঘাতিক স্মার্ট! কীভাবে বুঝলেন, ওরা আমার ফ্রেন্ড'।
- এটাও না হয় একটা সিক্রেট হয়ে থাক।
- অদ্ভুত!!!
- হা হা। আমি ভাবছি অন্য কথা।
- কী?
- আপনার মেইল পড়ে কিংবা চ্যাট করে আপনাকে বেশ সাহসী মেয়ে মনে হয়েছিল। এখন দেখছি - ধারণাটা মিথ্যে। আপনি আমার সাথে একা দেখা করতে সাহস পাননি। সাথে বান্ধবী এনেছেন দু'জন!
- 'প্লিজ! আপনি ব্যাপারটা ওভাবে নিবেন না। আমি ঠিক আপনাকে বুঝাতে পারবো না এ মুহূর্তে।' বেলার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে আসে।
- ওকে, ওকে। আপনি নিজেই বেশী সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছেন। আই ডোন্ট মাইন্ড।
- আমার নিজেকে ভীষণ ছোট মনে হচ্ছে, সরণ!
- হা হা। টেক ইট ইজি।
- কিন্তু আপনি বুঝলেন কীভাবে, ওরা আমার ফ্রেন্ড?
- আপনি যেভাবে প্রথম দেখাতেই বুঝেছেন - আমি সরণ। সেভাবে---
- ওকে, আমি বলি, বেলা হাসে খানিকটা, আপনি এখনো গলা থেকে সিটিসেলের আইডি ঝুলানোর ফিতাটা খুলেননি। আমি ওটা দেখেই বুঝেছি, আপনি সরণ। তাছাড়া ওসময় আর তেমন কেউ ছিলো না।
সরণ চমকে উঠে।
- আসলেই তো! অফিস থেকে বেরুবার সময় খেয়াল করিনি! তাড়াহুড়ায় ছিলাম।
- হি হি হি। এবার বলেন, ওরা আমার ফ্রেন্ড সেটা আপনি কীভাবে বুঝলেন?

- হা হা। শুনেন, আপনি এসে দেখেছেন আমি ঐ কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলাম। আমি দেখেছি - আপনারা তিনজন একসাথে গাড়ী থেকে নামলেন। পরে দেখলাম আপনি বেলা, আর বাকী দু'জন দূরে টেবিলে বসলো। ওরা আমাদের ফলো করছিল।
- আপনার মাথা তো সাংঘাতিক শার্প!
- হা হা হা। এরমাঝে আপনাকে ওরা এসএমএস ও দিয়েছে বেশ কয়েকটা, রাইট?
- আপনি আমাকে একদম বোকা বানিয়ে ছাড়লেন! আমার ভীষণ লজ্জা করছে এখন!!
- অস্থির হওয়ার কিছু নেই, প্লিজ বেলা! আই ডোন্ট মাইন্ড!!!
তারপর দু'জন নীরব থাকে কিছুক্ষণ।

বাসায় ফিরে রাতে মেইল পায় সরণ -
হ্যালো:
আপনার সাথে দেখা হয়ে ভীষণ ভালো লাগলো! আই অ্যাম ইমপ্রেসড! সময়টা খুব ভালো কেটেছে। আপনারও নিশ্চয় ভালো লেগেছে। মেইলে জানাবেন, প্লিজ!
আরেকটা কথা - সব ঋতু রায় একা একা রাজর্ষি বসুর কাছে যায় না। হোক তা বনে জঙ্গলে অথবা ইট-পাথরের শহরে! টেক কেয়ার!!!!
< বেলা >

১৮.

হ্যালো,
কেমন আছেন? কী করছেন? আমার মন-মেজাজ দুটোই খারাপ। বাসায় উটকো ঝামেলা শুরু হয়েছে। আমার অর্নাস শেষ হয়ে এলো। আব্বু-আম্মু আমার বিয়ের জন্য পাগল হয়ে গেছে। কোথাকার কোন এক আর্মী অফিসারের সাথে নাকি বিয়ে। বলেন তো, এটা কোন কথা? জানি না চিনি না, এমন মানুষকে কীভাবে বিয়ে করি? একদম ভালো লাগছে না---
< বেলা >

বেলা:
ওয়াও!
দারুণ খবর!!
কনগ্র্যাট।
অনেকদিন বিয়ের দাওয়াত খাওয়া হয় না।
আপনার বিয়েতে খুব মজা করে খাবো।
নেক্সট উইকে ডেন্টিস্টের কাছে গিয়ে দাঁত শাঁপ করিয়ে আসবো!
হা হা হা।
আপনি লাকি গার্ল!
এখন সম্ভবত: বিয়ের বাজারে আর্মীদের জয়জয়কার।
একসময় ছিল - ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার অথবা ব্যবসায়ীর সুদিন।
এখন আর্মী অফিসারদের।
ওস্তাদের (মানে আপনার হবু হাব্বির) নাম কী?
ডিটেইল জানিয়ে মেইল করবেন।
বিয়ের কার্ড পাঠানো লাগবে না। আমি এখনি দাওয়াত পেয়ে গেলাম।
শুভকামনায়,
- সরণ

হাই,
আপনার মেইল পেয়ে ইচ্ছে করছিল কম্পিউটারটা ধরে আছাড় মারি। আমি আছি মহাঝামেলায়, আর উনি দাঁতে শান দিচ্ছেন! কীসের দাওয়াত? আপনার কোন দাওয়াত নেই। আপনার ওস্তাদের নাম - সাফকাত। মেজর সাফকাত। পরশু বাসায় এসেছিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথা বলতে হলো। ভীষণ বিরক্তি লাগে। সরণ, খুব সরাসরি বলি - আমি যদি আপনাকে বিয়ে করতে চাই, আপনি কী বলবেন?
< বেলা >

বেলা:
আপনার এসব ছেলেমানুষী এখনো গেলো না!
আমার এক স্কুল ফ্রেন্ড ছিল, নাম সাফকাত, এখন বিড়ি বিক্রি করে। মানে একটা টোব্যাকো কোম্পানীর সেলস ম্যানেজার।
আপনার শেষ প্রশ্নটা খুব জটিল।
আমার জন্য নয়, জটিল আপনার জন্য। আপনার ভবিষ্যতের জন্য।
মেজর সাফকাতের সাথে আপনার পরিণয়ে শুভকামনা।
বিয়েতে দেখা হবে। তারিখটা জানাবেন প্লিজ।

মেইল করবেন।

- সরণ

হাই,

আমি মোটেই ছেলেমানুষী করছি না। আপনাকে আগে বিভিন্ন সময়ে মেইলে-চ্যাটে এ প্রশ্ন করেছিলাম, আপনি এড়িয়ে গেছেন। আমি জানতে চাচ্ছি আপনি হ্যাঁ বলবেন নাকি না বলবেন। এখনো সময় আছে।

< বেলা >

বেলা:

আপনার মেইল কিংবা চ্যাটের কথাগুলো আমি ধরতে পেরেছিলাম।

একটা পর্য্যায়ে মানুষ ফ্যাসিনেশনে থাকে।

বয়সের কারণে অনেক সময় মোহকে বাস্তব মনে হয়।

আপনি এখনো মোহের বয়সে আছেন।

আমি আপনাকে আন্ডারএস্টিমেট করছি, অমন ভাববেন না, প্লিজ!

আপনি জানেন - আমাদের সমাজ কাঠামোয় ছেলেদের ভূমিকা অনেক বেশী।

আমি এখনো ঐ পর্য্যায়ে যেতে পারিনি।

সাফকাত ব্রাদার কেমন আছেন?

শুভেচ্ছা!

- সরণ

হাই,

আপনি কী তাহলে সময় চাইছেন? কয়দিন অপেক্ষা করতে হবে বলেন? আমি করবো। আব্বু - আম্মু আমার কথা একদম ফেলে দিবে না। আপনি বলুন, কতোদিন অপেক্ষা করতে হবে। এক বছর? দুই বছর?

< বেলা >

বেলা:

আপনি আমার কাছে সময় চেয়েছেন। সময়টা আমি একটু অন্যভাবে আপনাকে দিই। এক সপ্তাহ! স্রেফ এক সপ্তাহ। এক সপ্তাহ, আপনি সাফকাত সাহেবের সাথে রেগুলার কথা বলে দেখুন, জানার চেষ্টা করুন। তারপর সাফকাতের ব্যাপারে ডিসিশন নেন। ফিল ফ্রি টু শেয়ার উইথ মী।

- সরণ

হ্যালো,
সরণ, আমি সাফকাতের আগে আপনাকে ভাবতে চাচ্ছি। এই এক সপ্তাহ কী আপনি নিজেও একটু ভেবে দেখবেন প্লিজ!
< বেলা >

বেলা:
ওকে! আপনাকে আমি দু'সপ্তার সময় দিচ্ছি।
মেজর সাফকাতকে যদি আপনার ভালো না লাগে, তবে আমি অন্যভাবে চিন্তা করার কথা ভাববো।
- সরণ

১৯.

বেলা:
আপনাকে শেষ মেইল করেছিলাম আজ থেকে বাইশ দিন আগে।
এরপর আপনার কোন মেইল পেলাম না।
হয়েতো রাগ করে আছেন।
প্লিজ রাগ করবেন না।
আমি আপনাকে অনুরোধ করবো, খুব মন দিয়ে আমার এ মেইল পড়ার জন্য!
আমি কখনো এমন ভেবে চিন্তে মেইল করিনি।
এ মেইল করার আগে অনেক ভেবেছি। গত দু'সপ্তাহ নিজের সাথে অনেক বুঝাপড়া করেছি।
আবারও বলি - অনেক ভেবে এ মেইল করছি।
কোন একদিন চ্যাটে আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন - আমার গার্লফ্রেন্ড নেই কেনো?
আমি বলেছিলাম - কেউ হয়তো পছন্দ করেনি।
আজও বলি - ওটাই খুব সত্যি কথা।
আসলে আমাকে পছন্দ করার মতো কিছু ছিল না।
আমার চলাফেরায় কিংবা কথাবার্তায় মোহনীয় কিছু ছিল না।

আপনাকে বলা হয়নি, ইচ্ছে করেই অনেক ব্যক্তিগত প্রসংগ এড়িয়ে গেছি।

আমার বাবা নেই।

বড় হয়েছি মামার বাসায়।

যখন কলেজে পড়ি তখন থেকে আমি যেন কেমন হয়ে গেছি।

আমার ক্লাসমেটদের সাথে খুব সহজে মিশতে পারিনি।

ওদের ভাবনায় তাল মিলাতে পারিনি।

ভার্সিটিতে এসে আরো একা হয়ে গেলাম।

জীবন আমার কাছে খুব জটিল এক ব্যাপার হয়ে গেলো।

ক্লাস শেষ করে এক মুর্হুতও ক্যাম্পাসে থাকতাম না।

একসাথে চার-পাঁচটা টিউশনি করে নিজের টুকটাক শখগুলো মিটিয়েছি।

আমার মামা তাঁর সীমিত সাধ্যের মধ্যে আমার জন্য অনেক করেছেন।

মামার সৎ ও সংগ্রামী জীবন আমার শ্রেষ্ঠ প্রেরণা।

পড়ালেখার বাইরে আমার ভালো সঙ্গী ছিল বই আর গান।

আপনি নিশ্চয় এর মাঝে জেনে গেছেন - আমি প্রচুর বই পড়ি।

টিএসসির আড্ডা আমাকে কখনো টানেনি।

একা একা হয়তো ঘুরতাম কিছুক্ষণ, ভালো লাগতো না।

কৈশোরের অবসন্নতা আমার মাঝে জেঁকে বসে গেছে।

কেন জানি না - কখনো কোন কারণে উচ্ছ্বসিত হতে পারিনি।

আমার 'অসামাজিক' আচরণগুলো তাই আপনার চোখে ধরা পড়েছে বারবার।

গত দু'বছরেরও বেশী সময় ধরে আপনার সাথে আমার মেইলে যে আলাপ, ওটাই আমার সর্ব্বোচ্চ সামাজিকতা।

বেলা, নিজের কাছে সৎ থেকে বলি - আমার মনে হয়েছে আপনি অসাধারণ এক মেয়ে।

আপনি যখন বিয়ের কথা বললেন - তখন আমার মনে হয়েছে, আমি আপনার যোগ্য নই।

আমার মনে শঙ্কা ভর করেছে - আমার জীবনে এসে আপনার স্বপ্নভঙ্গ হবে।

আমার মনে হয়েছে, আপনি অনেক দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যেটা আমি পারি না, পারিনি কখনো।

গত বাইশ দিনে আপনার কোন মেইল পাইনি, আমিও মেইল করিনি।

বিশ্বাস করবেন? এ কয়দিন নিজেকে ভীষণ একা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমার খুব প্রিয় কে যেন পাশে নেই।

আপনি আমার খুব প্রিয় একজন, এটা বলে দিলাম।

ভাবছি প্রিয় মানুষটিকে বাকী জীবনের জন্য নিজের করে নিবো কিনা।

বেলা, আমিও এখন আপনার মতো করে ভাবছি।

আমাকে সময় দিবেন? এক বছর সময়।

ভালো পর্মানেন্ট একটা চাকরী, নিজেকে খানিকটা গুছিয়ে নেয়ার সময়।

আপনিও মার্স্টার্স শেষ করে নিতে পারেন।

এ সময়ে আমাদের না হয় আরো জানাজানি হলো!

।

।

।

।

।

এতটুকু লিখে সরণ আবার পড়ে।

মনে হয় - কী যেন বাদ পড়ে যাচ্ছে। সরণের মনে হয় জীবনের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ মেইল করতে যাচ্ছে সে। আপাতত; জিমেইলে ড্রাফট হিসেবে সেভ করে রাখে। রাতে আরো ভেবে কাল সকালে পাঠানো যাবে। রাতে শুয়ে শুয়ে ড্রাফটটা মনে মনে আরো একটু ঘষামাজা করে নেয়।

সকালে অফিসে জিমেইল ওপেন করতেই সরণ দেখে ইনবক্সে বেলার মেইল।

হ্যালো সরণ,

আশা করছি ভালো আছেন। আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করছি, আপনার মতো বন্ধু পাওয়া আসলেই ভাগ্যের ব্যাপার। আপনার মতো ম্যাচিউরড ফ্রেন্ড ক'জনের আছে জানি না। গত তিন সপ্তায় সাফকাতের সাথে অনেক আলাপ করেছি। প্রতিদিন ফোনে কথা বলেছি প্রায় তিন চার ঘন্টা। মাঝে একদিন আশুলিয়া পার হয়ে দিয়াবাড়ী গিয়েছিলাম। আরেকদিন ডিনার করলাম ইফেসে। আমি সাংঘাতিক ইমপ্রেসড। একজন অপরিচিত মানুষ এতো সহজে অন্যকে আপন করে নিতে পারে জানতাম না। বিভিন্ন কারণে পুরুষ সম্পর্কে আমার খুব ভুল ধারণা ছিল। এখন নিজেকে খুব বোকা মনে হচ্ছে। সাফকাত হলো এমন একজন মানুষ যার সাথে সব ব্যাপারে আলাপ করা যায়। বলা যায় - ও একজন অলরাউন্ডার।

খুব বেশী সমস্যা না হলে নেক্সট নভেম্বরে বিয়ে। হানিমুনের জন্য আপাতত: সিংগাপুর-মালয়েশিয়া-ব্যাংকক ঠিক করে রেখেছি। পরে একবার নেপাল ঘুরে আসবো। আমার নিজের ছেলেমানুষী দিয়ে আপনাকে অনেক বিব্রত করেছি, আবারও বলি - আপনার মতো শুভাকাঙ্ক্ষীর পরার্মশে আমি খুব ভালো একটি ডিসিশন নিতে পেরেছি। আপনার আর খবরাখবর কী? প্লিজ কীপ ইন টাচ!

< বেলা >

মেইল পড়ে সরণের পুরো মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠে। চোখ-কান দিয়ে মনে হয় আগুন বেরুচ্ছে। পা দুটো শিরশির করে উঠে। ধুক করে মোচড় মারে বুকের ভেতর। কম্পিউটারের মনিটর যেন দুলছে সামনে। হঠাৎ মনে হয় মনিটরটা মানুষ হয়ে গেছে। গুগলমেইল মুছে ওখানে রং-বেরঙের এক দৈত্য ভেসে উঠেছে। সরণের দিকে নানান ঢং করে ভেংচী কাটছে। নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে গত রাতে ড্রাফট করা মেইলে 'ডিসকার্ড' ক্লিক করে সরণ।

পরের কয়েকদিন সরণ ইচ্ছে করেই সারারাত ওভারটাইম করেছে। বাসায় ফিরতে ইচ্ছে করেনা। জিমেইলে বেলার আরো কিছু মেইল এসেছে। কেমন আছেন, কী করেন টাইপের কথা। বেশীরভাগ জুড়ে মেজর সাফকাতের গল্প। সরণ জাস্ট চোখ বুলিয়ে নেয়। রিপ্লাই করে না।

এক ছুটির দিনে বিকেলে সরণ বেলাকে মেইল করে।
বেলা:
হয়তো ভালো আছেন।
কখনো কোন রিকোয়েস্ট করিনি।
আজ একটা রিকোয়েস্ট করি, রাখতেই হবে।
প্লিজ! আমাকে আর কখনোই মেইল করবেন না।
আমিও করবো না।
এটা আপনার জন্য নয়, আমার নিজের জন্য বলছি।
প্লিজ! নেভার কন্টাক্ট মী!
- সরণ

মেইল পাঠিয়ে সরণ বেলার পুরনো সব মেইল কপি করে এমএস ওয়ার্ডে সেভ করে। তারপর একে একে সব মেইল মুছে দেয় ইয়াহু আর জিমেইল একাউন্ট থেকে। ওয়ার্ড ফাইলের পাসওয়ার্ড কী দিবে ঠিক করতে পারে না। সরণ চায় - ইউনিক কিছু হবে। একদম নতুন। অথচ মাথা কাজ করে না। সরণ ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়। সামনের বাসার ছাদের উপরে একটি কাক বসে আছে। সরণ অনেকক্ষণ কাকটির দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে হয় - ভীষণ ক্লান্ত অথবা কোন কারণে অবসন্ন। কেন জানি হঠাৎ কাকটিও সরণের দিকে তাকায়। সরণের মনে হয় - এ কাক এবং সে আজ এই মুহুর্তে আলাদা কিছু নয়। কাক মানুষ কাক। কাক সরণ কাক। দলছুট নি:সঙ্গতা। বেলার মেইলগুলোর ফাইলের পাসওয়ার্ড - *ছাদের কার্নিশে কাক*। সরণের স্মৃতি শক্তি ভালো। কঠিন পাসওয়ার্ড, তবে মনে থাকবে অনেকদিন।

সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে সরণ দেখে তার টেবিলের উপর একটি খাম পড়ে আছে। রেজিস্টার্ড চিঠি।

২০.

ইউএনডিপি-তে চাকরীটা হয়ে যাবে সরণ কল্পনাও করেনি। সিটিসেলের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বেতন। এক বছরের কন্ট্রাক্ট শেষ করে সরণ যখন পার্মানেন্ট হলো তখন তার জন্য অফিস থেকে গাড়ী। বছরে দু'য়েকবার দেশের বাইরে কনফারেন্সে অফিস ট্যুর। ভীষণ ব্যস্ত সময়। সকাল আটটায় অফিস যাওয়া, ফিরতে ফিরতে রাত। কখনো রাত দশটা। ব্যস্ততায় সময় চলে যায় দ্রুত। মাঝে মাঝে কাক দেখলে কী যেন মনে পড়ে যায়। সরণের মনে হয় - ব্রেনের স্মৃতি কোষের কোনো একটা অংশ জেগে উঠতে চায়। অথচ ঐ অংশটা সরণ অনেকদিন যাবত ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। সরণ বিশ্বাস করে - অনেকটা সময় পেরিয়ে এ স্মৃতিগুলো মারা যাবে একদিন। কেবল সময়ের অপেক্ষা, পলাতক সময়!

।

।

।

।

।

জয়া এ নিয়ে পাঁচবার ডাক দিলো।
দরজার কাছে এসে বলে গেছে - টেবিলে নাশতা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, এক্ষুণি এসো।
সরণ প্রতিবারই 'এইতো, এক্ষুণি আসছি' বলে কম্পিউটারের মনিটরে তাকিয়ে থাকে।
জয়া ডায়নিং টেবিলে নিজে নিজে বকে চলেছে - 'বিয়ের পর দু'বছরে ছুটির দিনে বাসায় ছিলে কয়দিন? প্রত্যেক শুক্রবারেই তো ঐ অফিসে যেতে হয় তোমাকে। চেয়ার টেবিল মুছতে হয় কিনা কে জানে! আজ বাসায় আছো, তা-ও মেইল চেক করছো ঘন্টার উপরে---।'
অন্য সময় হলে সরণ এক দৌড়ে ডায়নিংয়ে গিয়ে বসতো।
আজ সে উঠছে না।
আজ অনেকদিন পর বেলা মেইল করেছে।

হাই,
কেমন আছেন? চিনতে পেরেছেন? আমি বেলা। বেলা বোস অথবা ঋতু রায়। প্রায় পাঁচ বছর পর আপনাকে লিখছি। আপনি অনুরোধ করেছিলেন, কখনো যেন আপনাকে মেইল না করি। আমি জানি,

আমার ঐ সময়কার ছেলেমানুষীতে আপনি ভীষণ বিরক্ত হয়েছিলেন। আজ এতোদিন পর এসে মনে হলো - আমার ক্ষমা চাওয়ার সময় এসেছে। কী, ক্ষমা করবেন না?

আমি জানি না, আপনি কোথায় আছেন। হয়তো এতোদিনে পুরোদস্তুর সংসারী মানুষ। - - - আমরা গত একবছর ধরে কংগোতে আছি। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে সাফকাত বাংলাদেশ টীমের ব্যাটালিয়ন কমান্ডার। আরো তিন-চার বছর এখানে থাকতে হবে। পরিচিত সবাইকে ছেড়ে এখানে একদম ভালো লাগছে না। সরণকেও নেক্সট ইয়ারে স্কুলে ভর্তি করাতে হবে, এখানে ভালো স্কুল নেই। ওহ! আপনাকে বলা হয়নি, আমাদের ছেলের নাম - সরণ। আপনার মতো একজন ভালো বন্ধুর স্মৃতিকে ধরে রাখতেই ওর নাম সরণ রেখেছি। অনেকটা নাটক সিনেমার মতো। হি হি হি।

আপনার খবর পেতে খুব ইচ্ছে করছে। মেইল করবেন কিনা জানি না। যেখানেই থাকুন, ভালো থাকুন। 'বন্ধু সবুজ চিরদিন'।

< বেলা >

।

।

।

নাস্তার টেবিলে সরণ বারবার অন্যমনষ্ক হয়ে পড়ে।

জয়া জিজ্ঞেস করে - কী ব্যাপার কোন সমস্যা হয়েছে?

- না।

- অফিসের কোনো সমস্যা?

- না।

সরণ নির্লিপ্ত।

অনেক এলোমেলো ভাবনা মনে ভীড় করছে আজ।

কাক-সরণ-কাক মনে পড়ছে।

অনেক চেষ্টা করেও বেলার মেইল জমানো সেই ফাইলের পাসওর্য়াড মনে পড়ছে না।

মনে পড়ছে অনেক কিছু - - -।